

আজ বিপ্লবী ভগৎ সিং– এর ৯৩ তম শহিদ দিবস। বিশেষ প্রতিবেদন ৪ পৃষ্ঠায়



ছারপোকার জ্বালা ছারপোকার জ্বালায় কানাডার টরেন্টো শহরের মানুষ অতিষ্ঠ পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ 🗖 ১৬৩ সংখ্যা 🗖 ২৩ মার্চ, ২০২৩ 🗖 ৮ চৈত্র ১৪২৯ 🗖 বৃহস্পতিবার

Morning Daily ● KALANTAR ● Year 56 ● Issue 163 ● 23 March, 2023 ● Thursday ● Total Pages 8 ● 3.00 Per day ● Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

পাকিস্তান,আফগানিস্তান ও ভারতে শক্তিশালী ভূমিকস্পে নিহত অন্তত ৯

ইসলামাবাদ ও কাবুল ২২ মার্চ ঃ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তজুড়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে পাকিস্তানে অন্তত ৯ জন নিহত ও কয়েক শ মানুষ আহত হয়েছেন। তবে আফগানিস্তান ও ভারত থেকে তাৎক্ষণিক কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আঘাত হানা এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৫। এরপর ৩ দশমিক ৭ মাত্রার একটি পরাঘাতেরও ঘটনা ঘটে। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ও কাশ্মীর থেকেও এ কম্পন অনুভূত হয়েছে। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ ও লাহোরেও এ কম্পন অনুভূত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল

(ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পের ডইপত্তিম্বল ছিল আফগানিস্তানের শহর জুরম থেকে ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ–দক্ষিণপূর্ব দিকে পাকিস্তান ও তাজিকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি। পাকিস্তানের আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, হিন্দুকুশ অঞ্চলে হওয়া এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৮ মাত্রার কিছু বেশি। আর পরাঘাতের মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৭।

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সেখানে ভূমিকম্পে ঘরের দেয়াল ধসে ১০ বছর বয়সী এক মেয়ে ও ২৪ বছর বয়সী এক তরুণ নিহত হয়েছেন। তবে তাক্ষণিক আফগানিস্তান ও ভারত থেকে কোনো হতাহতের খবর যায়নি। পাখতুনখাওয়ার উদ্ধারকারী সংস্থা রেসকিউ ১১২২ – এর মুখপাত্র বিলাল ফাহীজ বলেন, সেখানকার সোয়াত জেলায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ২০টির বেশি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অনেক মানুষ আহত হয়েছেন। সোয়াত উপত্যকার হাসপাতালগুলোতে অন্তত ২৫০ মানুষকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ জন সামান্য আহত হয়েছে। আর দুই শতাধিক মানুষ অজ্ঞান হয়েছিলেন। এই প্রদেশের অন্যান্য এলাকায় ৫২ ব্যক্তি আহত কর্মকর্তারা **জানিয়েছে**ন।

বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তি পুনর্বিবেচনায় বিশেষ বেঞ্চ গড়বে সাহ

नशाि ज्लि, २२ मार्ठ ३ विलकिम वाता मामलाश আবেদনের শুনানি করবে সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১১ জন ধর্ষকের মুক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদনের শুনানি করতে রাজি হয়েেছ শীর্ষ আদালত।২০০২ সালে গোধরাকাণ্ডের সময় বিলকিস বানোকে গণধর্ষণ ও তাঁর পরিবারের সাত সদস্যকে খুন করা হয়। কিন্তু, ২০২২ সালের ১৫ অগস্ট, ভারতের ৭৬ তম স্বাধীনতা দিবসের দিন বিলকিস গণধর্ষণ মামলায় ১১ জন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের ছেডে দেয় গুজরাট সরকার। বুধবার, এই আসামীদের অকাল মুক্তির' বিরুদ্ধে দাযের করা আবেদনের শুনানি করতে রাজি হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত ২৪ জানুয়ারি, ১১ জন গণধর্ষকদের মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দ্বিতীয়বার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ আবেদন গ্রহণ করেছে দেশের শীর্ষ আদালত।

জানা যাচ্ছে, ধর্ষকদের বিরুদ্ধে বিশেষ বেঞ্চ গঠন করবে শীর্ষ আদালত। এ নিয়ে বিলকিস বানোকে আশ্বস্ত করেছেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচড় এবং বিচারপতি পিএস নরসিমা ও জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চ। শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমি একটি বেঞ্চ গঠন করব। আজ সন্ধ্যায় এই বিষয়টির দিকে নজর দেব আমি।'

প্রসঙ্গত, গত ১৫ আগস্ট বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার পর তোলপাড় হয় সারা দেশ। গুজরাট এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বারবার কাঠগড়ায় তোলে বিরোধীরা। ১১ জন ধর্ষকের মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পিআইএল জমা দেন সিপিআই(এম) নেত্রী সুভাষিণী আলি, স্বাধীন সাংবাদিক রেবতী লাউল এবং লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়েছিলেন বিলকিস বানো। বুধবার, বানোর সেই প্রাক্তন উপাচার্য রূপ রেখা ভার্মা সহ আরও অনেকে।

দিশেহারা সরকারের ব্যাপক ধরপাকড় ও মামলা

দিল্লিতে মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও' পোস্টার

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে 'মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও' আওয়াজ উঠে গেছে। দিল্লিজুড়ে পোস্টার পড়েছে 'মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও'। এই পোস্টের মোদি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এতটাই বেসামাল করে তুলেছে যে দিল্লি পুলিসের এখন প্রধান কাজ হল পোস্টারগুলি তোলা এবং বেলাগাম ধরপাকড ও মামলা করা। দিল্লি পলিসের নতুন কাজ সেই পোস্টার সরানো এবং এফআইআর দাখিল করা। মঙ্গলবার বিকেল থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত এসব পোস্টার দিল্লি পুলিসের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পোস্টার–কাণ্ডে শতাধিক এফআইআর দাখিলের পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনেককে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২ হাজার পোস্টারের বান্ডিল।

অভিযোগের তির দিল্লির শাসক দল আম আদমি পার্টির (আপ) দিকে। বধবার সকালেই আপ টইট করে বলে, মোদি সরকারের স্বৈরতন্ত্র চরমে পৌঁছেছে।' লালের ওপর সাদা দিয়ে লেখা ওই পোস্টারের প্রতিলিপি দিয়ে টুইটে আপ জানতে চেয়েছে, 'এই পোস্টারে আপত্তিকর কী এমন আছে যে মোদিজিকে ১০০টি এফআইআর করতে হয়? প্রধানমন্ত্রী মোদি, সম্ভবত আপনার জানা নেই, ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এক পোস্টারকে এত

দিল্লি পুলিসের দাবি, মঙ্গলবার আপ অফিসের

কাছ থেকে একটি ডেলিভারি ভ্যান আটক করা হয়। তাতে নাকি বহু পোস্টার পাওয়া যায়। ভ্যানচালক নাকি বলেছেন, তাঁকে ওই পোস্টার আপ অফিসে দিয়ে আসতে বলা হয়েছিল। পুলিসের দাবি, ওই চালক নাকি বলেছেন, সোমবারেও তিনি আপ অফিসে পোস্টার দিয়ে এসেছেন। পুলিসের আরও দাবি, যে দুই ছাপাখানায় ওই পোস্টার ছাপা হয়েছিল, তাদের মালিককে আটক করা হয়েছে। ৫০ হাজার 'মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও' পোস্টার ছাপানোর বরাত ছাপাখানার মালিকদের নাকি দেওয়া হয়েছিল।

এফআইআর দাখিল করার প্রধানত তিনটি 'অপরাধ'-এর যুক্তি দেখানো হয়েছে। একটি হলো যেখানে– সেখানে পোস্টার সেঁটে শহরের সৌন্দর্য নষ্ট। দ্বিতীয়ত, ছাপা পোস্টারে প্রিন্টিং প্রেস ও কারা ছাপাচ্ছে, তার উল্লেখ না থাকা। তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করা। পোস্টার সরিয়ে দেওয়ার কারণও এই তিনটি। যে যুক্তিগুলিকে হাস্যকর ও অগণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেছে রাজনৈতিক মহল।

দিল্লি বিজেপির মুখপাত্র হরিশ খুরানা বলেছেন, আপের সাহস পর্যন্ত নেই যে তারাই ওই পোস্টার মেরেছে, তা স্বীকারের। পোস্টার সেঁটে তারা আইন ভেঙেছে। অন্যদিকে আপ নেতৃত্ব বলেছেন, পোস্টারের দাবি গণতান্ত্রিক। পুলিসের 'অগণতান্ত্রিক' আচরণের প্রতিবাদে ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অপসারণের দাবিতে তাঁরা আন্দোলনে শামিল হবেন।

পুলিসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ স্টাফ রিপোর্টার ঃ পুলিসে চাকরি দেওয়ার নাম করে সাড়ে তিন লক্ষ

চাকরি দেওয়ার

নামে এবার

টাকার প্রতারণার অভিযোগ। শুপু তা নয় ধর্ষণ ও গোপন মুহূর্তের ছবি তুলে ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি, মারধরেরও অভিযোগ তুললেন কেষ্টপুরের এক মহিলা। কাঠগড়ায় বিধাননগর কমিশনারেটের এক কনস্টেবল। নিগৃহীতা কেষ্টপুরের বাসিন্দা। রাতে স্বামী মদ্যপ তাঁর ওপর অত্যাচার চালাতেন অভিযোগ। ফেসবুকেই কনস্টেবলের সঙ্গে ওই মহিলার আলাপ হয়। কথায় কথায় মহিলা অভিযুক্তকে তাঁর পারিবারিক সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। ২০২১ সালে ১৫ অগস্ট মহিলার সঙ্গে কনস্টেবলের আলাপ হয় তার চার পাঁচ দিন পরে অভিযুক্ত মহিলার সঙ্গে দেখা করেন। মহিলার দাবি, অভিযুক্ত পুলিসেই উচ্চ পদ কর্মরত বলে পরিচয় দেন। তাঁকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ারও আশ্বাস দেন। সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বিনিময় চাকরি করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

তারপর ক্ষেপে ক্ষেপে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মহিলার কাছ থেকে নেন। পাশাপাশি ওই মহিলার অভিযোগ, অভিযুক্ত তাঁকে বিযে করারও প্রতিশ্রুতি একাধিকবার ধর্ষণ করেন। গোপন মুহূর্তের ছবিও তুলে রেখে দেন বলে অভিযোগ। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

কডিন্সোলং–এ স্থগিতাদেশে চাকরিচ্যুতদের দাবি খারিজ কোটে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এসএসসি গ্রুপ সি–র চাকরি চোরেদের আবেদন খারিজ করে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করল কলকাতা হাইকোর্ট। এর ফলে গ্রুপ সির ৮৪২টি শুন্যপদে নিয়োগের বৃহস্পতিবার কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু করতে এসএসসি । আদালতের তরফে সিবিআই ও এসএসসি–র তরফে একসুরে জানানো হয়, যে ওএমআর শিটগুলির ভিত্তিতে ৮৪২ জনকে বরখান্ত করা হয়েছে সেগুলিকে বিকৃত করা হয়নি। নিশ্চিত হয়েই সুপারিশ পত্র প্রত্যাহার করেছে এসএসসি। গ্রুপ সির শৃন্যপদে কাউন্সেলিংয়ে স্থগিতাদেশ জারির দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ হয়েছিলেন চাকরি চোরেদের একাংশ। সেই মামলায় বুধবার কোনও স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করে আদালত। এদিন আদালতে সওয়ালে খেলা হবে শব্দবন্ধ উচ্চারণ করেন চাকরি চোরেদের আইনজীবী। যদিও আদালতের নির্দেশে তিনি তা প্রত্যাহার করে।

এদিন সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়, যে ওএমআর শিটগুলি তারা এসএসসিকে পাঠিয়েছিল সেগুলি বিকৃত নয়। অর্থিক দুর্নীতির তদন্ত চলছে। খুব তাড়াতাড়ি মাথা খুঁজে বার করা



বুধবার বিধানসভায় শপথের পর অভিনন্দিত বায়রন বিশ্বাস।

৩.০০ টাকা

অবশেষে শপথ নিতে পারলেন বায়রন

স্টাফ রিপোর্টার : সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বাম সমর্থিত কংগ্রেস বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস বুধবার শপথ নেন। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিধানসভায় তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। বিধানসভার নৌশার আলি কক্ষে কংগ্রেস বিধায়ক শপথ নেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুড়। বিজেপির কয়েকজন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দুই প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র, নেপাল মাহাতো।বায়রন বিশ্বাস গত ২ মার্চ সাগরদিঘি উপনির্বাচনে জয়ী হন। কিন্তু নির্বাচিত হলেও বিধানসভার অধিবেশন না চলায় এবং শপথের জটিলতায় তাঁর শপথগ্রহণ হচ্ছিল না। অবশেষে রাজ্যপাল এবং অধ্যক্ষের টানাপো।নে শেষে বধবার তাঁর শপথগ্রহণ হল। সাধারণত বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠের দায়িত্ব নেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের

অনুমতিতে শপথবাক্য পাঠ করাতে পারেন স্পিকার। সংবিধানের সেই নিয়ম মেনে রাজ্যের বড়লাট তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই বায়রনের শপথের দায়িত্ব ছেড়েছেন। বিধানসভার অধ্যক্ষকে একটি চিঠি পাঠিয়ে রাজ্যপাল লিখেছেন, সংবিধানের ১৮৮ ধারা অনুযায়ী বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই আমি দায়িত্ব দিচ্ছি। তিনিই সাগরদিঘি বিধানসভা থেকে জয়ী বায়রন বিশ্বাসকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। সেই চিঠি গত মঙ্গলবার বিধানসভায় পৌঁছনর পর বুধবার কংগ্রেসের একমাত্র বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করালেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপনির্বাচনের পরই অভিযোগ করেছিলেন, বায়রন বিশ্বাস বিজেপির লোক। কংগ্রেস তাঁকে প্রার্থী করেছে। আর বামেরা সমর্থন করে জিতিয়েছে।

আবারও ক্ষোভের মুখে মন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি বিধায়ক ঘটা করে নারকেল ফাটিয়ে রাস্তাটির নির্মাণ পালনে গিয়ে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে মন্ত্রী। কাজের কথা ঘোষণা করেন। রাম্ভার কাজ শুরু করার দিনভর দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি ভাল ভাবে পালিত হলেও সন্ধ্যার পর ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গাদেবি এলাকায় কর্মসূচি পালন করতে এসে গ্রাম বাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক ও তার সঙ্গে থাকা অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন মন্ত্রী, ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহাদেব রায় সহ অন্যান্যরা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন ও জন সংযোগ যাত্রা সহ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনছিলেন। সেই কর্মসূচি পালনে গিয়েই ক্ষোভের মুখে পডেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, চার বছর আগে গঙ্গাদেবি থেকে করইবারি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য বর্তমান মন্ত্রী ও তৎকালীন

কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত সেই রাস্তার নির্মাণ কাজ শুরু না হওয়ায় এদিন মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন একাধিক বাসিন্দা। তারা জানান চার বছর আগে উনিই রাস্তার কাজ শুরু হবে বলে নারকেল ফাটিয়েছিলেন। কিন্তু আজও সেই রাস্তার কাজ শুরু না হওয়ায় তারা এদিন মন্ত্রীর কাছে রাস্তাটি নির্মাণ করার দাবি জানান। এই বিষয়ে মন্ত্রী জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। মহাদেব রায় বলেন, বাস্তবে ঠিকাদারি সংস্থাগুলির জন্য কাজগুলি হয়নি। এই রকম ভাবে ব্রিজ, রাস্তার কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার পরেও একাধিক ঠিকাদারি সংস্থা কাজ শুরু করেনি। এতেই সমস্যা হচ্ছে। তবে দ্রুত এই রাস্তার কাজ শুরু হবে।

সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে ৬ লাখ আত্মসাৎ তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফের চাকরি দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে জড়াল তৃণমূলের নাম। তৃণমূল চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেত্রীর নাম জিয়ামুন্নেসা দরগাই। যদিও ওই তৃণমূল নেত্রী নিজে টাকা নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি খানাকুল– ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির নারী ও শিশুকল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ২০১৮ থেকে তিনি খানাকুল–১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি খানাকুলের গোবিন্দপুরের বাসিন্দা ব্রজমোহন আদকের ছেলেকে চাকরি করে দেওয়ার

দেওয়া প্রতিশ্রুতি দেন। পরে স্বাস্থ্য দফতরে গ্রুপ ডি– র চাকরি করে দেওযার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনও চাকরি–ই হয়নি। অভিযোগ, চাকরি না হওয়ায় পরে টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু তারপর আর সেই টাকা ফেরত দেননি। এই ঘটনায় ব্রজমোহনবাবু আরামবাগ এসডিপিও–র কাছে অভিযোগও জানিয়েছেন। যদিও তৃণমূল নেত্রী জিয়ামুন্নেসা দরগাইয়ের দাবি, তিনি কোন টাকা নেননি। শুধুমাত্র যোগাযোগ করে দিয়েট্ছিলেন। প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে বিব্রত তৃণমূল। নিয়োগ দুর্নীতিতে একদিকে যেমন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়েছে। তেমনই নাম জড়িয়েছে তৃণমূল বিধায়ক মানিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ভট্টাচার্যের। পাশাপাশি, কুন্তল–শান্তনুর মত যুব নিয়েছিলেন। প্রথমে ফায়ার ব্রিগেডে চাকরি করে তৃণমূল নেতাদেরও।

অবশেষে ১৪,৩৩৯ পদে নিয়োগের

স্টাফ রিপোর্টার ঃ নিয়োগ দুর্নীতির দায়ে বাতিল হয়েছে বহু চাকরি। তৈরি হয়েছে প্রচুর শূন্যপদ। এবার চাকরি দেওয়ার পালা। ধাপে ধাপে বিভিন্ন পদে নিয়োগ শুরু হচ্ছে। এবার উচ্চ প্রাথমিকে ১৪ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য পদক্ষেপ করছে স্কুল সার্ভিস কমিশন । বুধবার এসএসসি–র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের জন্য প্যানেল প্রস্তুত রয়েছে। অবিলম্বে যাতে প্রক্রিয়া শুরু করা যায়, সে ব্যাপারে আদালতে হলফনামা দেওয়া হবে এসএসসি–র তরফে। উচ্চ প্রাথমিকের সেই নিয়োগ আটকে আছে ২০১৬ সাল থেকে। নিয়োগে বেনিয়মের অভিযোগে ১৪ হাজার ৩৩৯ শূন্যপদের নিয়োগ আটকে যায়। ২০২০ সালে প্যানেল বাতিল হয় আদালতের নির্দেশে। সেই নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্যই শিক্ষা দফতরের কাছে আবেদন করেছে এসএসসি। আদালতে হলফনামা দিয়ে সে কথা জানানো হবে

্বহস্পতিবার। আদালত অনুমতি দিলেই কাউন্সেলিং শুরু হবে বলে জানিয়েছেন এসএসসি–র চেয়ারম্যান। তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত ওএমআর খতিয়ে দেখা হয়েছে, তাই বেশি সময় লেগেছে। কাদের ওএমআরে গরমিল? সেই তথ্যও আদালতে পেশ করবে কমিশন। কতজনের তালিকায় নাম থাকবে, কতজনের নাম বাদ গেল সেটাও উল্লেখ করা হবে। উচ্চ প্রাথমিক অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য এসএসসি পরীক্ষা নিয়েছিল ২০১৬ব সালে। শূন্যপদ ছিল ১৪ হাজার ৩৩৯টি। এর মধ্যে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল ১৫ হাজার ৪৩৬ জনকে। ইন্টারভিউয়ে উপস্থিত ছিলেন ১২ হাজার ৭৯২ জন। পরে ইন্টারভিউ থেকে বাদ পড়েন ২৪৭ জন। প্যানেল বাতিল হয়ে যাওয়ার পর যাঁরা সেই সময় আবেদন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকেই বেছে নিয়ে প্যানেল তৈরি করেছে এসএসসি।



বুধবার কলকাতার বুকে গণতন্ত্র বাঁচাও সংবিধান বাঁচাও দাবি তুলে আইনজীবীদের মিছিল।

ফটো ३ मिनीপ ভৌবিক

কলকাতা/২৩ মার্চ, ২০২৩

খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে। (ইনসেটে দুই ভাই)

কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না।

অ্যাডিনোভাইরাস আতঙ্ক কপালে

শিশুসূত্যু। মঙ্গলবার রাত থেকে

বুধবার সকাল পর্যন্ত ফুলবাগানের

উপসর্গ নিয়ে ছয় শিশুর মৃত্যু

হয়েছে। যা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জানুয়ারি

তারিখ পর্যন্ত ১৪৯ শিশুর মৃত্যু

হয়েছে গোটা বাংলায়। আর

সকলেরই শ্বাসকষ্টের সমস্যায়

শিশুপুত্রের। পরিবারের দাবি,

অ্যাডিনোভাইরাসে আক্রান্ত ছিল

ওই শিশুটি। টানা পাঁচদিন ধরে।

আইসিইউ–তে চিকিৎসাধীন ছিল

অভিযোগ, কলকাতা পুরসভার

নিয়োগে তাঁর হাত ছিল। সুতরাং

থেকে মার্চ মাসের ১৪

হাসপাতালে

নিউমোনিয়া

বেসরকারি

বিসি রায়ে শিশু

চিকিৎসকদের।

মৃত্যু হয়েছে।

স্টাফ রিপোর্টার : শিশুমৃত্যু তার। হাসপাতাল জুড়ে শুধু

রোগের

বেসরকারি

শিশুটি।

গিয়ে প্রাথমিক

গঙ্গায় জাজেস ঘাটে মঙ্গলবার রাতে দুই ভাই সানি ও নীতীশের ডুবে যাওয়ার পর বুধবার ডুবুরি দিয়ে

আবার বিসি রায় হাসপাতালে ৬ শিশুর মৃত্যু

কানার রোল। কোল খালি হওয়া

কারা,

অসহায় অবস্থায় ছুটে বেড়াচ্ছেন

বাবারা। শিশুদের সংক্রমণ নিয়ে

সরকার ইতিমধ্যেই টাস্ক ফোর্স

গঠন করেছে। অ্যাডিনোভাইরাস-

ইনফেকশন (এআরআই) রোধে

চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার

দত্তপুকুরের বাসিন্দা ২১ মাসের

এক শিশুকন্যারও মৃত্যু হয়েছে।

অ্যাডিনোভাইরাস উপসর্গ নিয়ে

প্রথমে বারাসত হাসপাতাল এবং

পরে সেখান থেকে স্থানান্তরিত

করা হয় তাকে। গত ১৫ মার্চ

থেকে বিসি রায় হাসপাতালের

আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন ছিল

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি

দুর্নীতির অভিযোগ আসতেই চাকরির

এই

এদিকে উত্তর ২৪ পরগনার

পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অ্যাকিউট রেসপিরেটরি

হাসপাতালের

পরিস্থিতিতে

মোকাবিলায় রাজ্য

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জখম ১০, থমথমে বড়ঞা

নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূলের নির্বাচনী কমিটি গঠন ও আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার মুর্শিদাবাদের বড়ঞায়। দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন জখম হয়েছেন। জখমদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যও। আহত তৃণমূল কর্মীরা বড়ঞা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকা উতপ্ত থাকায় পুলিসবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

বড়ঞা থানার বিপ্রশেখর পঞ্চায়েতের বাউ গ্রামে তৃণমূলের নির্বাচনী কমিটি গঠন এবং আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই চলছিল। বাউগ্রাম এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মসলেম শেখ–সহ তাঁর অনুগামীরা সেই সভা করছিলেন। সেই সময় দলেরই অন্য এক গোষ্ঠীর তৃণমূল নেতাকর্মীরা তাঁদের উপরে হঠাৎ হামলা চালান বলে অভিযোগ। এক পঞ্চায়েত সদস্য, তাঁর ছেলে সহ-বেশ কয়েক জন তৃণমূল কর্মীকে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ ওঠে অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। যদি ওই গোষ্ঠীর অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্য ও তার ছেলেরা তাদের মারধর করেছে। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন নয়। বড়ঞা এলাকায় বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মাহে আলমের অনুগামীদের বিবাদ অনেক পুরনো। মাঝে মাঝে তা প্রকাশ্যে চলে আসে। মুর্শিদাবাদে গত কয়েকদিন এরকম একাধিক গোষ্ঠী দ্বন্দের খবর এসেছে। তবে জেলা নেতৃত্ব এ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

পথ দুৰ্ঘটনায় মৃত গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার হরিহরপাড়া বাজারের মধ্যে রাজ্য সড়কের ওপারে লরির চাকায় পৃষ্ঠ হয়ে গৃহবধূ ভারতী মণ্ডল (৫৫) ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সাড়ে নটার সময়। স্বামী স্ত্রী দুজনে বহরমপুর থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। লরিটি চাপা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। পুলিস লরিটিকে মাঝ রাস্তায় আটক করে। চালক পলাতক। মৃত ব্যক্তির বাড়ি হরিহরপাড়ার ডুবোপাড়ায়। পুলিস মৃতদেহ ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করে।

অন্যদিকে একই থানায় প্রতাপপুর গ্রামে টাকা আত্মসাতের দায়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। প্রতাপপুর পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার। বুধবার সকালেই সে অফিসে ডেকে অফিসের মধ্যেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। জানা গিয়েছে গ্রামের অনেকেই পোস্ট অফিসে টাকা জমা দেওয়ার জন্য মৃত পোস্ট মাস্টারকে টাকা দিয়েছিল। সেই টাকা গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে জমা না দিয়ে নিজেই আত্মসাৎ করে। পুলিস জানিয়েছিল মৃত ব্যক্তির নাম তপু কেওয়ারী (৫২) মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিস ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করে।

নওদা থানায় মধুপুরে তৃণমূল গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে এক তৃণমূল কর্মী মঙ্গলা মণ্ডল (৫০)কে বেধড়ক পিটুনি দিয়ে তার হাত ভেঙে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত্রিতে। এই ঘটনায় ৪ জনের নামে নওদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে পুলিস জানিয়েছে। বেশ কিছু দিন আগে ওই গ্রামেই তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর ঝামেলাকে কেন্দ্র করে বোম বাঁধাতে গিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর ঝামেলার রেশ কাটতে না কাটতে আবারও তৃণমূল গোষ্ঠীদ্বন্দ মধুপুর ডামাপাড়া।

বিপিবিইএ-র

৩০ তম রাজ্য সম্মেলন ২৪-২৬ মার্চ, ২০২৩

প্রভাত কর নগর, তারকেশ্বর চক্রবর্তী মঞ্চ মহাজাতি সদন, কলকাতা

প্রকাশ্য সম্মেলন : ২৪ মার্চ ২০২৩, সন্ধে ৬টায়

উদ্বোধক

কমরেড সি এইচ ভেঙ্কটচলম সাধারণ সম্পাদক, এআইবিইএ

প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু ২৫ মার্চ, সকাল ৯টায় উদ্বোধক

> কমরেড বিনয় বিশ্বম, সিপিআই সাংসদ, রাজ্যসভা

সম্মেলন চলবে ২৬ মার্চ পর্যন্ত

মহামিছিল ২৪ মার্চ, ২০২৩ বিকেল ৫টায় বিবাদী বাগ থেকে মহাজাতি সদন

ম্যাক্সিম গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধায় চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা ২৭- ৩১ মার্চ

গোর্কি সদন

□ ২৭ মার্চ : বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন প্রতিদিন ৪টা থেকে ৬টা খোলা থাকবে

১৮ মার্চ : সকাল সাড়ে ৯টা থেকে রাশিয়ান ভাষার পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিশিষ্টজনেদের মনোজ্ঞ আলোচনা

□ ২৯ – ৩১ মাৰ্চ : প্ৰতিদিন বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শন

আয়োজনে

আইজেনস্টাইন সিনে ক্লাব, নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি এবং সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা

ট্রাকের ধাক্বায় বিদ্যাসাগর সেতুতে গর্ত

স্টাফ রিপোর্টার : বুধবার সকালে লুব্রিকেন্টের ড্রাম বোঝাই ওই ট্রাকটি প্রবল গতিবেগে বিদ্যাসাগর সেতু পার করছিল। টোল প্লাজার প্রায় দুশো মিটার আগে ট্রাকটি কোনওক্রমে নিয়ন্ত্রণ হরিয়ে ফেলে ধাক্কা মারে রাস্তার মাঝে থাকা রেলিং ও লাইট পোস্টে। ট্রাকটির গতি এতটাই বেশি ছিল যে রেলিং ও বাতিস্তম্ভটিকে উপড়ে ১৫–২০ মিটার টেনে নিয়ে যায় সেটি। এর ফলে সেতুর দুদিকের লেনের মাঝখানে বিশাল গর্ত হয়ে যায়। গর্তের সামনে ঝুলতে থাকে ট্রাকের চাকা। বিদ্যাসাগর সেতু ট্রাফিক গার্ড এবং হেস্টিংস থানার পুলিস রেকার দিয়ে টেনে ট্রাককে ফের হাওড়াগামী লেনে ফেরায়। পরে সেটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার সময় গাড়ির গতি ঠিক কতটা ছিল, তা স্পিড মিটার মেপে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। দিনের ব্যস্ত সময়ে এই ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য সেতুর ওপর যান চলাচলের গতি কমে আসে। তৈরি হয় গাড়ির দীর্ঘ লাইন। তবে আধ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

চাকরি দেওয়ার নামে

১ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু তারপরও যখন চাকরি পাচ্ছিলেন না ওই মহিলা, তখন তিনি অভিযুক্তের কাছ থেকে টাকা ফেরত চান। তারপর থেকেই শুরু হয় ব্ল্যাকমেলিং। সেই গোপন মুহূর্তে ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকেন বলে অভিযোগ। প্রথমে বাগুইআটি থানার দ্বারস্থ হন মহিলা। কিন্তু বাগুইআটি থানার পুলিস তাঁর অভিযোগ নেয়নি বলে মহিলার দাবি। পুলিসি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বুধবার আলিপুর আদালতের দ্বারস্থ হন ওই মহিলা। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। মহিলার মামলাটি গৃহীত হয়েছে। সঙ্গে ফোলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তিনি ফোন ধরেননি।

হাঁটো স্বাস্থ্যের সন্ধানে, বাঁধো মানবতার বন্ধনের ভাবনায়

স্টুডেন্ট হেলথ হোম ৭ এপ্রিল কলকাতা সহ রাজ্যে পদযাত্রা করবে

আন্দোলন প্রসারিত করতে কম নিয়েছে যাতে গ্রামীণ বাংলার পয়সায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে দরিদ্র মানুষের মধ্যে পরিষেবা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়তে পৌঁছে দেওয়া যায়। রাজ্যে স্টুডেন্ট হেলথ হোম ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসে কলকাতা সহ একনিষ্ঠভাবে এই কাজ করে রাজ্যব্যাপী পদযাত্রা করবে। বধবার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্টুডেন্ট ডঃ পবিত্র সরকার বলেন, হেলথ হোমের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হল। এদিন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ডঃ পবিত্র গোস্বামী বলেন, এবারের পদযাত্রার ভাবনা হাঁটো স্বাস্থ্যের মানবতার বন্ধনে। কলকাতায় এই পদযাত্রা শুরু হবে ৭ এপ্রিল সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে ধর্মতার ওয়াই চ্যানেল থেকে।

মৌলালি মোড়ের কাছে স্টুডেন্ট হেলথ হোমের কেন্দ্রীয় অফিসে শেষ হবে। তারপর রামলীলা পার্কে একটি সংক্ষিপ্ত সভাও পদযাত্রায় সমাজে বিশিষ্টজন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেলিব্রেটিরা সামিল হবেন। তিনি বলেন এখন শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সাধারণ সভাপতিডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : জনস্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে। অনেক কর্মসূচি ৩২টি আঞ্চলিক

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ১৯৫২ সালে হোমের যাত্রা শুরু হয়েছিল ধর্মতলায় ডাঃ অমিয় চেম্বারে। ছাত্রজীবনে মাত্র ২৫ পয়সায় সদস্য হই। তার সবধরনের চিকিৎসা পরিষেবা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জায়গা দিলে মৌলালিতে অফিস হয়েছে। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, হীরেন্দ্রনাথ পদযাত্রা লেনিন সরণি হয়ে মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নীহার মুন্সী, জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে কে না ছিলেন এই হোমের সঙ্গে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপত ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়, বক্তব্য বলেন, ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য, সংস্থার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ঋষি আনন্দ রায়, কার্যনির্বাহী মানুষের মধ্যে এই সংস্থা ও অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার।

নয়া নিয়ম কলকাতা পুরসভায় স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে পুরসভা নিয়োগে চাকরি এবার নতুন নিয়মে পেতে দুর্নীতির তদন্ত করছে ইডি– দুর্নীতি হয়েছে বলা হচ্ছে। আর হবে বলে জানান মেয়র। তিনি সিবিআই। ইতিমধ্যেই প্রোমোটার তাতে অয়ন শীলের হাত রয়েছে বলেন, গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগ হবে অয়ন শীল গ্রেফতার হয়েছেন। বলে তদন্তকারীরা। তবে একাধিক মিডলম্যানও আছে বলে তথ্য উঠে এসেছে। অয়ন শীলের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশি করার জেরে উদ্ধার হয়েছে পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত ৪০০ বেশি ওএমআর শিট। তাই রাজ্যের ৬০ পুরসভায় পাঁচ হাজার বেআইনি নিয়োগ

হয়েছে বলে অভিযোগ।

কলকাতা পুরসভা নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে, জানতেন কি পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম? অয়ন শীল সম্পর্কে তাঁর কী মত? পুরমন্ত্রী বুধবার রাজ্যের সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, এবার থেকে পুরসভাগুলিতে গ্রুপ–ডি নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু হবে। ৭০ ওয়ার্ড ভবানীপুরে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেখানে নিকাশি ব্যবস্থা এবং নাগরিকরা আবর্জনা ঠিকভাবে ফেলছেন কিনা সেটা খতিয়ে দেখেন। তখনই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। অয়ন শীলের কীর্তি সামনে এসেছে। তাই পুরসভা আলাদা করে আর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উত্তর দেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, তদন্ত হচ্ছে। আমরা দফতরকেই দেখতে বলেছি, কী কী তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সবটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমাদের কাছে যা যা কাগজপত্র আছে রেডি করে রাখতে বলেছি। আদালত তো আমাদের এখনও কিছু নির্দেশ দেয়নি। তাই আগ বাড়িয়ে কিছু করব না। সত্যি কোথাও দুর্নীতি

অয়ন শীলের সূত্র ধরেই রাজ্যের একাধিক পুরসভায় নিয়োগে দুর্নীতির তথ্য ইডির হাতে উঠে এসেছে। এই বিষয়ে পুরসভার

হয়েছে কিনা, তা বিচার্য।

পেয়েছেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে।

কাজটি করতে বলা হয়েছে। একই

কাজ আশা কর্মীদেরও করতে

বলা হয়েছে। প্রোটোকল মেনে

পরামর্শ দিয়েছে এই টাস্ক ফোর্স।

অন্যদিকে একই উপসর্গে মৃত্যু

হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার

মিনাখাঁর বাসিন্দা ১১ মাসের

নিয়ে ভর্তি ছিল ১১ মাসের ওই

শিশু। এখানে বনগাঁ চাঁদপাড়ার

শিশুকন্যারও মৃত্যু হয়েছে। তারও

জ্বর, শ্বাসকষ্ট ছিল। আবার

সন্দেশখালির বাসিন্দা দেড়

বছরের শিশুপুত্রকে বিসি রায়

ভর্তি করা হয়। তাকেও বাঁচানো

যায়নি। আর বড় জাগুলিয়ার

তিন

শিশুপুত্রকেও বাঁচানো গেল না।

অ্যাডিনোভাইরাসে আক্রান্ত ছিল

আইসিইউ-তে

বাসিন্দা সাড়ে চার

হাসপাতালের

জ্বর, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া

বিশেষজ্ঞ

চিকিৎসায় ়

চিকিৎসকদের

একটি কমিটি জেলাশাসক এই নিয়োগ প্রক্রিয়া মনিটরিং করবেন। অন্যান্য নিয়োগ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হবে। ইডি অফিসাররা জানতে পেরেছেন-উত্তর দমদম, দক্ষিণ দমদম থেকে শুরু করে বরাহনগর, কামারহাটি, পানিহাটি, হালিশহর এবং ডায়মভহারবার পৌরসভায় টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি করা হয়েছিল।

কাউন্সেলিং-এ স্থাগতাদেশে চাকরিচ্যতদের দাবি খারিজ কোর্টে

১ পষ্ঠার পর হবে। এসএসসি-র আইনজীবী বলেন, ওএমআর শিট বিকৃত নয় নিশ্চিত হয়েই সুপারিশপত্র বাতিল করা হয়েছে। এদিন মামলাকারীদের আইনজীবী বলেন, এসএসসি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও জেলা স্কুল পরিদর্শকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক। অনুমোদন নিয়ে চাকরিতে যোগদান করেও কেন বরখাস্ত হতে হল? এমনকী নিয়োগ প্রক্রিয়ার এনওয়াইএসএ-র খতিয়ে দেখার দাবি জানান তিনি। আদালতের নির্দেশের বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হতে পারে গ্রুপ সির কাউন্সেলিং। যার ফলে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে।

কাছে জনের

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। তারই মধ্যে বর্ধমান উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক নিশীথকুমার মালিকের একটি চিঠিকে নিয়ে নতুন করে বিতর্ক ছড়ালো। মিডিয়ায় সোশ্যাল ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই চিঠি সত্যতা যাচাই করে দেখেনি কালান্তর। ভাইরাল হাওয়া চিঠিটি লেখা হয়েছে বিধায়কের প্যাডে। তাতে স্ট্যাম্প ও সই রয়েছে বিধায়কের। ২০২০ সালে লেখা চিঠিতে তৎকালীন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করা হয়েছে প্রাথমিক স্কুলে ১১ জনকে চাকরি দেওয়ার জন্য। অভিযোগ উঠেছে ওই চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা চাওয়া হয়েছিল। বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক এই ধরনের কোনও চিঠির কথা মনে করতে পারেননি। তিনি বলেন, আমাদের কাছে অনেক মানুষ নানা দাবি নিয়ে আসেন। আমরা সেই দাবি চিঠি লিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিই। প্রায় আড়াই আগের ওই চিঠি। কী লেখা হয়েছিল আমার মনে নেই। চিঠি যে আমি লিখেছিলাম তার নিশ্চয়তা কী? প্রসঙ্গত, ওই চিঠিটি দেওয়া হয়েছিল ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে। তাতে ১১ জন চাকরি প্রার্থীর নাম উল্লেখ ছিল। সেই নামের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের রোল নম্বর ও দুজনে নামের পাশে অ্যাপ্লিকেশন আইডি উল্লেখ ছিল। ওই চাকরিপ্রার্থীরা প্রশিক্ষিত না অপ্রশিক্ষিত তা উল্লেখ ছিল। এই চিঠি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিরোধীরা সরব হয়েছে। তবে বর্ধমান উত্তরের বিধায়কের দাবি, চিঠি দিয়ে কারও নাম পাঠানোর মানেই তো আর চাকরি হয়ে গেল তেমনটা নয়। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চাকরি হয়। সেটা সংশ্লিষ্ট দফতর ঠিক করে।

এই চিঠিরও তদন্ত দাবি করেছেন জেলা বাম নেতৃত্ব। তাদের বক্তব্য, তৃণমূল চাকরির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছে। আবার যোগ্য প্রার্থীরা বসে অনশন করছে। জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিধায়ক যে ওই চিঠি পাঠিয়েছেন কি না, জানতে হবে। না কি তাঁর প্যাড ব্যবহার করে বিধায়ককে অপদস্থ করার জন্য কেউ কিছু করেছে, তাও খোঁজও নেওয়া দরকার। বিষয়টি খোঁজ নেওয়া হবে। সত্যতা থাকলে দল অবশ্যই পদক্ষেপ করবে।

লাথি মেরে গর্ভস্থ শিশু হত্যাকারীর জামিনে বিস্মিত সবাই

<mark>নিজস্ব সংবাদদাতা :</mark> হাত জোড় করে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলেন মহিলা। তখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা। বাড়ির ভিতর হঠাৎ ঢুকে পড়া দুষ্কৃতীরা বাড়ির মালকিনের শ্লীলতাহানি করতে শুরু করে। চোখের জলে কাকুতি মিনতি করতে থাকেন মহিলা। শুধু আর্জি জানান, তাঁকে রেহাই দেওয়ার। তাঁর গর্ভে লালিত সন্তানের দিকে চেয়ে যেন তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়। কিন্তু দুষ্কৃতীরা কোনও কথা শোনেনি। সজোরে অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি মারে তারা। মারা যায় গর্ভস্থ সন্তান। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর কেটেছে ২ বছর। শেষে জামিনে মুক্তি পেল অভিযুক্তরা।

এই ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের রায়নার। অভিযোগ, সেখানে এক মহিলার পেটে লাথি মেরে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগে, এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। অভিযুক্তের নাম শেখ সনু ওরফে তাফিজুল ইসলাম। মঙ্গলবার সকালেই তাফিজলকে গ্রেফতার করে পুলিস। বাডি থেকেই তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গ্রেফতার করে পুলিস। মাধবডিহি থানার কামারহাটির এই বাসিন্দার বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ১৭ এপ্রিল রাতে এক গর্ভবতী মহিলার পেটে লাথি মেরে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করার

ঘটনা ঘিরে নিজেই পুলিসের দ্বারম্ভ হন এই মহিলা। তদন্ত শুরু করে পুলিস। ২০২০ সালের ৬ জুলাই পুলিস ৬ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে আদালতে। তবে অভিযুক্তদের কাউকে পাওয়া যায়নি বলে জানা যায়। সকলেই পলাতক বলে জানা যায়। এদিকে, এরপরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার আবেদন জানান তদন্তকারী অফিসার। সেই আবেদন মঞ্জর করে আদালত। গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করার পর প্রায় ২ বছর কেটে গিয়েছে। এরপর মঙ্গলবার সোনুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপরই তাকে আদালতে তোলা হয়। গর্ভবতী মহিলাকে তাঁর ৮ মাসের অন্তঃ সত্ত্বা থাকাকালীন অবস্থায় পেটে লাথি মারায় অভিযুক্ত তাফিজুল ইসলামকে কোর্ট জামিন দিয়ে দেয়।

मृल्याग्रान

স্টাফ রিপোর্টার : উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সাফল্য রাজ্যের। ন্যাকের মূল্যায়নে এ ডবল প্লাস পেল বেহালা কলেজ। এ আগেও রাজ্যের ৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ ডবল প্লাস পেয়েছিল। এবার বেহালা কলেজের স্কোর হল ৪ এর মধ্যে ৩.৫৮। বেহালা কলেজের পাশাপাশি এবার ন্যাকের মূল্যায়নে এ প্লাস পেয়েছে বেথুন কলেজ। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে যখন রাজ্য তোলপাড় করছে বিরোধীরা সেই সময় কেন্দ্রের এই স্বীকৃতি রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রকে অনেকটাই উজ্জ্বল করল বেহালা ও বেথুন কলেজ। এর আগেও বেহালা কলেজে ন্যাকের গ্রেড পেয়েছে। তবে এবারই প্রথম এ ডাবল প্লাস স্বীকৃতি। ২০০৫ সালে বি প্লাস ও ২০১৫ সালে এ গ্রেড পেয়েছিল বেহালা কলেজ।

উল্লেখ্য, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালগুলির মূল্যায়ন করে ইউজিসি–র ন্যাক। একাধিক মাপকাঠিতে ওইসব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্ন গ্রেড দেওয়া হয়। কলেজ থেকে দেওয়া তথ্যের উপরে ভিত্তি করে সত্তর শতাংশ মূল্যায়ন এবং বাকী অংশ থাকে শিক্ষাক্ষেত্রে পড়ুয়াদের কতটা সাব্রিক উন্নতি হয়েছে তার উপরে। এছাড়াও শিক্ষাদান, গবেষণা পরিকাঠামোর উপরেও কিছু নম্বর থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত ৫টি কলেজ ন্যাকের এ ডবল প্লাস পেল। এগুলি হল রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় বিদ্যামন্দির, মেদিনীপুর কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ

২৩ মার্চ, ২০২৩/কলকাতা

भिक्न, ख्या, ख्यांक, कर्मभश्यान

রাজ্যের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, কর্মচারী সংগঠন ও ফেডারেশনগুলির কনভেনশনে যুক্ত আন্দোলনকে ব্যাপক করার ডাক

শ্রমিক কেন্দ্রীয় ট্রেড রাজ্যের ভবনে কর্মচারী সংগঠন সমূহ, শিল্পভিত্তিক সমূহ ফেডারেশনগুলির আহ্বানে রাজ্য কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবের পূর্ণাঙ্গ বয়ান প্রকাশ করা হল।

—সম্পাদকমগুলী, কালান্তর

🖍 ত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ এই সরকারের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ শ্রমিক কনভেনশনের সিদ্ধান্তের নিরিখে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও ২০ মার্চ ২০২৩, কলকাতার অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, কর্মচারী সংগঠন শিল্পভিত্তিক ফেডারেশনগুলির আহ্বানে কনভেনশন সাথে লক্ষ্য মোদি কেন্দ্রের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের শাসনে সারা দেশের শ্রমিক কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ সহ সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা এক ভয়ংকর আক্রমণের মুখে। কর্পোরেটদের স্বার্থে দেশের শ্রম আইন সমূহ বাতিল করে শ্রমকোড তৈরি, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ, দেশের মানুষের সৃষ্টি করা জাতীয় সম্পদসমূহকে দেশি বিদেশি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি, দেশের অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির কাছে বন্ধক রেখে দেশের সাধারণ করার কোনও উদ্যোগ সরকারের মানুষের ও দেশের স্বনির্ভরতা, নেই। ফলে শ্রমজীবী মানুষের সার্বভৌমত্ব ও সর্বোপরি দেশের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পাচ্ছে ব্যাপক স্বাধীনতাকেও বিপন্ন করে হারে। তুলেছে। এই সরকারের নীতি, যা দেশের অর্থনীতি এবং দেশের মাঝারি শিল্প বন্ধ। কাজ মানুষের ভয়ংকর বিপর্যয়ের হারিয়েছেন কয়েক কোটি মানুষ। কারণ, তা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য।

স্বনির্ভরতাকে জলাঞ্জলি দেওয়া

হয়েছে, বোঝা বেডেছে সাধারণ

মানুষের ওপর; অন্যদিকে ব্যাপক

বড ব্যবসায়ী ও কর্পোরেটদের.

আর এস এস পরিচালিত কর্পোরেটের অশুভ আঁতাতের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হলো আদানি গোষ্ঠীর দুর্নীতিকে ধামাচাপা দেবার কেন্দ্রীয় সরকারের নগ্ন প্রয়াস, হাজার হাজার কোটি টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক ও এল আই সি-র লগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্তেও যৌথ সংসদীয় কমিটির তদন্তের বিরোধিতা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতা।

বিগত আট বছরের বিজেপি জীবন-জীবিকা মৌলিক অধিকারের ওপর নামিয়ে অভাবনীয়ভাবে। কর্মচ্যুতি ও বেকারি আজ এক বিস্ফোরণের পর্যায়ে। পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস ও কেরোসিন সহ সমস্ত ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে রকেট গতিতে। যা রোধ

সরকারি চাকরিতে স্থায়ী পদ এর ফলে একদিকে যে রকম বিলোপ করা হয়েছে। নিয়োগ করা হচ্ছে ক্যাজুয়াল, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের, যাদের ন্যুনতম বেতন, সামাজিক সুরক্ষা বা শ্রম সম্পদ এবং আয় বেডেছে কিছ আইনের কোনও অধিকার নেই। সরকারের কর্পোরেটমুখী কৃষি



রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র ২০২১ সালেই দৈনিক মজুরির শ্রমিকের আত্মহত্যার সংখ্যা প্রায় ৪১ হাজার, যা কিনা

দেশের শ্রমজীবী মানুষ দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে আট ঘণ্টার কাজের, ন্যুনতম ইউনিয়নে সংগঠিত হবার, যৌথ কষাকষির অধিকারসমূহ আদায় করেছিল তা বাতিল করার শ্রমকোড। যে কোনো সময়ে তা

স্থান ১০১। তা সত্ত্বেও আই সি কায়েম করতে চাইছে। ডি এস, মিড ডে মিল ইত্যাদি কেন্দ্রীয় বাজেটে, ৩১ শতাংশ সরকার। প্রকল্প, যা গ্রামীণ কর্মসংস্থানে সহায়তা করতে পেরেছিল, তার বরাদ্দও কমানো হয়েছে ৩৩ শতাংশ। দেশের

তুলে দিতে এই কেন্দ্রীয় সরকার নয়া শিক্ষানীতি চালু করেছে। শুধু এর মধ্যে দিয়ে ব্যবস্থা সিলেবাসকে হিন্দুত্ববাদী/মনুবাদী মতাদর্শে পরিবর্তিত করার। দেশের ভয়ংকর সংকটের এক দেশের সাধারণ গরিব মানুষ ও কৃষকদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে, কর্পোরেটদের স্বার্থে পরিবর্তন করা হচ্ছে বিদ্যুৎ আইন। এই লক্ষ্যে, নতুন বিদ্যুৎ সংশোধনী বেতনের, সামাজিক নিরাপত্তার, বিল, ২০২২, পার্লামেন্টে পেশ

লেখক, বৃদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, বিরোধীদের সমালোচনার কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে মোদি সরকার ব্যবহার করছে ইডি, সিবিআই, এন আই-এর মতো সংস্থা সহ দমনমূলক বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের নিরিখে ইউ এ পি এ আইনকে। দেশজুড়ে

> কর্পোরেট ক্ষতিগ্রস্ত করতে মরিয়া।

শিক্ষাব্যবস্থাকে বেসরকারি হাতে আহ্বান জানাচ্চে শ্রমিক বিরোধী, বাতিল করতে হবে। ১১) বেসরকারি মালিকদের হাতে

কৃষক বিরোধী, দেশের মানুষের স্বার্থ বিরোধী এবং দেশ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ ও তীব্র কনভেনশন মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের কাছে দাবি ১) শ্রমিক বিরোধী শ্রমকোড

বাতিল করতে হবে। ২) সরকারি সংস্থা, ব্যান্ধ, বীমা সহ রাষ্ট্রায়ত্ত বেসরকারিকরণ করতে হবে। ৩) মাসে ২৬০০০ টাকা ন্যুনতম বেতন ও ১০০০০ টাকা সার্বজনীন পেনশন দিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমাতে হবে। ৫) পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের ওপর কেন্দ্রীয় পরিমাণে কমাতে হবে। ৬) আই ১১৬টি দেশের মধ্যে ভারতের ভয়ভীতি এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব সি ডি এস, আশা সহ সমস্ত প্রকল্প কর্মীদের ডি এ-র দাবিতে গত কর্মীদের ন্যুনতম মজুরি ও শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যকে সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে। ৭) বিরোধিতা, বেতন কাট্ লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ও প্রকল্পগুলির বরাদ্দ বিপুলভাবে ভাঙতে সাম্প্রদায়িক শক্তির সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের চাকুরিচ্ছেদের হুমকি, ডায়াসনন হ্রাস করা হয়েছে সাম্প্রতিক পৃষ্ঠপোষকতা করছে কেন্দ্রীয় শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা দিতে পদক্ষেপ গ্রহণে তার স্বৈরাচরী ও হবে। ৮) সমস্ত অস্থায়ী ও মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। ভর্তুকি কমানো হয়েছে খাদ্যের সাম্প্রদায়িক শক্তির অশুভ চক্র ঠিকাকর্মীদের স্থায়ীকরণ সাপেক্ষে এর আগে একইভাবে বর্তমান ওপর থেকে MNREGA দেশের অসাম্প্রদায়িক সামাজিক স্থায়ী কর্মীদের সমান বেতন দিতে রাজ্য সরকারকে রাজ্যের ৪৬টি ুবুনটকে ভেঙে দিয়ে, শ্রমজীবী হবে।৯) আয়কর সীমা নিচে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে সকল নাগরিকদের মাসিক ৭৫০০ এবং অস্তিত্বের অবসান ঘটানো টাকা ও বিনামূল্যে রেশন দিতে ও রাষ্ট্রায়ত্ত বাস ও ট্রামে এই প্রেক্ষাপটে, কনভেনশন হবে। ১০) জাতীয় পেনশন প্রকল্প সংস্থার

১২) কৃষকের ফসলের ন্যায্য ও লাভজনক দাম নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন করতে হবে। ১৩) বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল এবং শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল করতে হবে। ১৪) অতি ধনীদের ওপর বর্ধিত কর আরোপ কর, কর্পোরেট বৃদ্ধি কর এবং সম্পদ কর চালু করতে

দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত তৃণমূল সরকারের শ্রমিক বিরোধী, কর্মচারী বিরোধী ভূমিকা নগ্নভাবে আবার প্রকাশ কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষা

তুলে দেওয়া এবং সম্প্রতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার সরকারি জমিকে বেসরকারি একইভাবে রাজ্যের শ্রমিক স্বার্থ জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হবে।

জমিমাফিয়া ও প্রোমোটারদের

হাতে তুলে দিতে লিজ হোল্ডকে

ফ্রী হোল্ড করে বিধানসভায় বিল

পাস করানো হয়েছে। এই ভাবে

সরকারের হাতে থাকা লক্ষ লক্ষ

একর শিল্প, কৃষি, অকৃষি জমি,

জলাশয়, জঙ্গল, বনাঞ্চলের

জমিও বিক্রি করার ক্ষমতা হাতে

নিতে চাইছে। ভয়ংকর জমি

লুটের মুখে রাজ্যের মানুষ। এর

ফলে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ

উচ্ছেদ হবে, সর্বশান্ত হবে। এর

সাথে রয়েছে সমস্ত বিভাগের

সরকারি চাকরি বিক্রি, আবাস

যোজনা সহ সমস্ত স্তরের ব্যাপক

দুর্নীতি। যার মধ্যে যুক্ত রয়েছেন

রাজ্যের মন্ত্রী, আমলাদের

একাংশ, শাসক দলের বিভিন্ন

স্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি

সহ শাসক দলের অগণিত

আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পুলিস

প্রশাসনকে নগ্ন ভাবে ব্যবহার

করে দমন পীড়ন চালাচ্ছে ও

মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা

রাজ্যের

সোচ্চার

কনভেনশন রাজ্যের সমস্ত

কনভেনশন আহ্বান জানাচ্ছে।

শ্রমজীবী মানুষের কাছে আহ্বান

জানাচ্ছে এই যুক্ত আন্দোলনকে

ব্যাপক ও তীব্র করে তোলার।

জাতীয় ক্ষেত্রে পাশাপাশি এবং

আন্দোলনকে ব্যাপক ও বিস্তৃত

করে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে

১। বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিক,

সংগঠিত, অসংগঠিত ক্ষেত্রের

শ্রমিকদের মধ্যে দাবিগুলি

নিবিড়ভাবে প্রচার করতে হবে।

এর সাথে শিল্পভিত্তিক যক্ত

কর্মসূচি ও কনভেনশন অনুষ্ঠিত

করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের

জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে,

শ্রমকোড, বিদ্যুৎ বিল, রাষ্ট্রায়ত্ত

বেসরকারিকরণ

প্রতিবাদীদের। এর

নেতা-নেত্ৰী।

বিরুদ্ধেও

কনভেনশন।

আগামীদিনে

২। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ জেলাভিত্তিক যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত করতে হবে। (যদি পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় তবে জেলাভিত্তিক কনভেনশন পিছিয়ে দিতে হবে) মে মাসে মহকুমা ও ব্লক পর্যায়ে অনুরূপ কনভেনশন সংগঠিত করতে হবে। জুন মাসে অঞ্চল ভিত্তিক কনভেনশনের কাজ শেষ করতে হবে।

৩। ১৫ জুলাই থেকে ৫ অগাস্ট পর্যন্ত সারা রাজ্য জুড়ে পদযাত্রা/জাঠা/সাইকে ল র্যালী/মোটর র্যালী—কর্মসুচি পালন করতে

৪। ৯-১০ অগাস্ট, ২০২০ কলকাতার রানি রাসমণি এভিনিউতে শ্রমিকদের 'মহা পড়াও' (মহাসমাবেশ) ও ধর্ণা অনুষ্ঠিত হবে।

৫। একই সাথে রাজ্যে শ্রমিক কৃষক ঐক্যকে শক্তিশালী করতে যৌথ প্রচার/অবস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

কনভেনশন দেশের সমস্ত শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জনবিরোধী, শ্রমিকবিরোধী, দেশবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির মদতদাতা এবং কর্পোরেট তোষণকারী আর এস এস পরিচালিত মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সার্বিক ঐক্যবদ্ধ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার। সিআইটিইউ আইএনটিইউসি

এআইটিইউসি এআইইউটিইউসি এআইসিসিটিইউ টিইউসিসি এইচএমএস ইউটিইউসি ১২ জুলাই কমিটি বিইএফআই পঃবঃ বিএসএনএলইইউ রেল, প্রতিরক্ষা সহ অন্যান্য শিল্প ও ক্ষেত্র ভিত্তিক ফেডারেশন সমূহ

চলেছে

অ্যামাজন দ্বিতীয় দফায় আরও ৯ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে

্রবার আরও ৯ হাজার কমী ছাঁটাই করছে অ্যামাজন। প্রযুক্তি খাতের বড় বড় 🗪 কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা কোম্পানির আনুষঙ্গিক খরচ কমানোর জন্যই এমন সিদ্ধান্ত জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এর ছাঁটাই করেছিল এই বড় প্রযুক্তিবিষয়ক কোম্পানিটি। বিবিসি

কাঁচি সবচেয়ে পড়বে ক্লাউড টুইচ বিজ্ঞাপনের **ক্ষেত্রগুলো**য়।

একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৯ সালের পর জানুয়ারিতে ১৮ হাজার কর্মী এ বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মী ছাঁটাই করেছে। ২০২২ সালের শেষদিকে

প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মী ছাঁটাই করতে শুরু করে। তখন যেন বিশ্বে একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাইয়ের ঢল শুরু হয়। গত পাঁচ মাসের মধ্যে মেটা তাদের ২১ হাজার, অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করেছে। গুগল ১২ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে। গত নভেম্বরে টুইটার একসঙ্গে ৩ হাজার ৭০০ কমী ছাঁটাই করে। এরিকসন ছাঁটাই করে মেটা, টুইটারসহ তাদের ৮ হাজার ৫০০ কর্মী। বলেছেন, এটি একটি কঠিন

বহুজাতিক কোম্পানি। তবে কোন দেশ থেকে কী পরিমাণ ক্মী ছাঁটাই করা হবে. সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। আগামী কয়েক কর্মী মধ্যেই ছাঁটাইয়ের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়ে কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যান্ডি জ্যাসি

করছি। তিনি আরও বলেন, অর্থনীতিতে বাস করছি এবং ভবিষ্যতেও বিবেচনায় নিয়ে আমরা ব্যয় কমাতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চলাকালে যখন মানুষ ঘরবন্দি ছিল, তখন অ্যামাজনের দিকে

অ্যামাজন এখন একটি সিদ্ধান্ত। তবে আমরা দীর্ঘ সম্প্রতি তাদের বিক্রি কমে বড় মেযাদে এটাকেই প্রতিষ্ঠানের গেছে। কারণ হিসেবে বলা ছাঁটাই করতে শুরু করে। জন্য সেরা উপায় বলে মনে হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির কারণে ভোক্তাদের জীবনযাত্রা যে অনিশ্চিত সংকটে পড়েছে, তাই তারা কম খরচ করছে।

> যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো করেছে। ২০২২ সালের শেষ গুগল,

প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মী ৫০০ কর্মী। তখন যেন বিশ্বে একসঙ্গে অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাইয়ের (এসইসি) ঢল শুরু হয়।

খবরে বলা হচ্ছে, ২০০৯ ২১ হাজার, অর্থাৎ তাদের ৫০টির বিক্রি বদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু টুইটারসহ প্রযুক্তি খাতের বড় করেছে তাদের ৮ হাজার পেয়েছে।

সিকিউরিটিজ কমিশনের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী ২০২২ সালের গত পাঁচ মাসের মধ্যে মেটা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের সালের পর এ বছরের প্রায় ২৫ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই অ্যামজনের প্রায় ২০ হাজার জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসেই করেছে। গুগল ছাঁটাই করেছে ২০০ জন কর্মী ছিলেন। গত ১২ হাজার কর্মী। গত বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে সর্বোচ্চসংখ্যক কর্মী ছাঁটাই নভেম্বরে টুইটার একসঙ্গে ৩ মার্কিন ওষুধ কোম্পানিটির হাজার ৭০০ কর্মী ছাঁটাই আয় কিছুটা কমেছে। কারণ, মেটা, করে। আর এরিকসন ছাঁটাই তাদের ওষুধ বিক্রি হ্রাস

কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৬৩ সংখ্যা 🗖 ৮ চৈত্র ১৪২৯ 🗖 বৃহস্পতিবার

কুর্নিশ প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়

বেনজির ভাবে আইন মন্ত্রী কিরণ রিজ্জু অবসর নেওয়া বিচারপতিদের একাংশকে ভারত বিরোধী গ্যাং বলে মন্তব্য করলেন। তাঁরা নাকি বিচার বিভাগকে অর্থাৎ বিচারপতিদের মোদি সরকার বিরোধী অবস্থান নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন! মুশকিল হল যে শক্তির ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো ভূমিকাই নেই, বরং ব্রিটিশের তাঁবেদারি করেছে, জাতির জনককে হত্যা করেছে, এই ভারতই যারা চায়নি, তারা ঠিক করে দিচ্ছে কে ভারতপন্থী আর ভারতবিরোধী! এসব কথা বহু আলোচিত হয়েছে আরও হবে এবং সকলেই জানেন। কিন্তু, প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য চলতি সময়ে একটি বিশেষ কারণে।

বিপ্লবীদের

প্রদেশের বিপ্লবীদের

সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

এমন একটা

'আঞ্জমান-এ-মুহিববান-

ওয়াতন' নামে একটি বিপ্লবী

পরিবারে পাঞ্জাবের লায়লাপুর

জেলার বঁগা গ্রামে (বর্তমানে

পাকিস্তানে) ১৯০৭ সালের ৬

অক্টোবর ভগৎ সিং–এর জন্ম।

সিং-এর পড়াশোনায় বিশেষ

অনুরাগ ছিল। বেশির ভাগ

গোর্কি,

প্রভৃতি ছিল তাঁর প্রিয় লেখক।

আর তাঁর পড়তে ভাল

লাগতো কুকা বিদ্রোহ, গদর

পার্টির ইতিহাস এবং কর্তার

ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই

আমাদের প্রথম ধাপ মাত্র।

শেষ লড়াই হবে সমস্ত রকম

ছাত্র বয়স থেকেই ভগৎ

নিয়ে

বিপ্লবী

বই পড়ে।

হলোকেন,

বাৰ্নাৰ্ডশ

মোদির নির্দেশে আইনমন্ত্রী রিজ্জু বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মরত সিনিয়র বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত কোলেজিয়াম প্রথা তুলে দিয়ে সরকার দ্বারা সরাসরি নিয়োগ করতে চাইছেন। যাতে বিচারপতিরা সবাই আরএসএস এবং মোদির অন্ধ ভক্ত হিসেবে পরিচালিত হতে পারেন এবং তাঁরা আদালতে প্রতিটি মামলায় বিজেপি দল এবং সরকারের পক্ষেই সব সময় রায় দেন। সাধারণ মানুষ এবং বিরোধীদের আবেদন ডাস্টবিনে স্থান পায়। ইতিহাস বলছে, এটাই ফ্যাসিস্ট শক্তি সব সময় সব দেশে করে থাকে। মন্ত্রিসভায় মোদির অন্যতম স্লেহধন্য রিজ্জ্ব। তাই বুঝতে অসুবিধা না হওয়ার কারণ নেই যে তাঁর কথাগুলি আসলে মোদির আর অমিত শাহের কথা।

সম্প্রতি দিল্লিতে এক আলোচনা সভায় প্রাক্তন বিচারপতিরা মোদি সরকারের এই ধরনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। পাল্টা হিসেবে আইনমন্ত্রী এবার তাঁদের ভারত বিরোধী গ্যাং–এর সঙ্গে তুলনা করলেন। উল্লেখ্য এই নামে তাঁরা যে কোনো মোদি বিরোধীকেই দাগিয়ে দেন। এমনকি গুজরাট ভুয়ো এনকাউন্টারের সঙ্গে অভিযুক্ত তৎকালীন সেরাজ্যের এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র নাম ওঠায় সেই মামলার শুনানির আগেই তার বিচারপতি লয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। তারা যে স্বাধীনচেতা বিচারপতিদের 'ভারতবিরোধী ' বলবেন এ আর বেশিকথা কি!

কিন্তু, বর্তমান প্রধান বিচারপতি দি ওয়াই চন্দ্রচূড়। বারেবারে বিচারব্যবস্থার স্বশাসনের কথা বলে চলেছেন। সরকার বা কোনোরকম বহিরাগত চাপ বা প্রভাবে প্রভাবিত না হবার ওপর জোর দিচ্ছেন। এমনকি, বর্তমান ব্যবস্থায় অনেক ক্রটি থাকলেও যা আছে তারমধ্যে কলেজিয়াম সিস্টেম যে নিরপেক্ষতার সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা তা বলে দিয়েছেন। তাতেও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরণ রিজ্জু ও কেন্দ্রীয় সরকার কলেজিয়াম প্রস্তাবিত বিচারপতিদের এই পর্যায়ে নিয়োগের কাছে নতিস্বীকার করেও তাকে বিষোদগার করেছেন। তারপরই সম্প্রতি একটি ইংরেজি সংবাদপত্রের কনক্লেভ বক্তব্য রাখার সময় প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় সাফ বলে দিয়েছেন যে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে মুখে মুখ লাগানোর কোনো রুচি তাঁর নেই। বিচার ব্যবস্থাকে হাইজ্যাক করার বিজেপি–আরএসএসের পরিকল্পনার এরচেয়ে ভালো মুখের মতো জবাব আর কিছু হতে পারে না। তাঁর এই হিম্মত ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার স্বশাসনকে, তার মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে রক্ষা করার লড়াইকে শক্তিশালী করুক। কুর্নিশ বিচারপতি চন্দ্রচ্ড।

মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে

সুশীল ঘোষ



একই সাথে

ছিলেন লালা লাজপৎ রাই। এই

দিল্লির সেসন্স জজের আদালতে যে ঐতিহাসিক বিবৃতি দেন তাতে বলা হয় ঃ শ্রমিক শ্রেণিই বর্তমান সমাজের প্রধান পরিপোষক। তাঁদের আদর্শ মানবিক গুণাবলি সমৃদ্ধ নতুন মানব সমাজ গড়ে তোলা। এই আদর্শ মেনে চলার জন্য আমাদের যে শাস্তিই দেওযা হোক না কেন আমরা তা সানন্দ চিত্ত গ্রহণ করব। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

একজন দক্ষ সংগঠক, ভালো প্রচারক এবং লেখালেখিতে সমান অধিকার। দখল ভাষার উপর সমানভাবে। কমরেড সোহন সিংজোশ– কীর্তি পত্রিকায় তিনি সিং, সুফী অস্বা প্রসাদ প্রমুখের লিখতেন।

> ভগত সিং বলতেন, ফেব্রুয়ারি সাইমন বোম্বাই–এ পর্টাছালে সারা দেশে হরতাল ওঠে 'সাইমন কমিশন গো পর পর কয়েকটি বোমা

ঘটনায় ১৯২৮ সালের ১৯ নভেম্বর নেতার জীবনাবসান হয়। এর হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি প্রতিবাদে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেব অত্যাচারী পুলিস অফিসার স্যান্ডার্সকে প্রকাশ্য দিবালোকে লাহোরের নিয়মিত ভাবে নানা বিষয়ে রাজপথে হত্যা করেন। ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী একটি বিলের

প্রতিবাদে ভগৎ সিং

না করে তাঁরা গ্রেপ্তার বরণ করেন। দিল্লির সেসন্স জজের যে ঐতিহাসিক আদালতে বিবৃতি দেন তাতে বলা হয় ঃ শ্রেণিই বৰ্তমান সমাজের প্রধান পরিপোষক। মানবিক তাদের আদর্শ গুণাবলি সমৃদ্ধ নতুন মানব তোলা। এই সমাজ গড়ে আমাদের যে শাস্তিই দেওযা হোক না কেন আমরা তা সানন্দ চিত্ত গ্রহণ করব। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। থাকার কারান্তরালে স্যান্ডার্সের হত্যাকে কেন্দ্ৰ করে দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় আরও অনেকের সঙ্গে ভগ সিংও অভিযুক্ত হন।

বিচারে ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুর–এই তিন বিপ্লবীর ফাঁসি হয়। এক মহান ও পবিত্র আদর্শের জন্য তিন জন ভারতীয় বিপ্লবী হাসিমুখে পালন করা হয়। আওয়াজ বটুকেশ্বর দত্ত পরিষদ কক্ষে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ভাষ্যকার

ত্র্পং সিং (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৭–২৩ মার্চ ১৯৩১) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিযুগের শহিদ বিপ্লবী। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রভাবশালী বিপ্লবী।

ভগৎ সিংহের জন্ম ১৯০৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলার বাঙ্গার নিকটস্থ খাতকর কালান গ্রামের এক সান্ধ জাট পরিবারে। তার পিতার নাম সর্দার কিসান সিংহ সান্ধু ও মায়ের নাম বিদ্যাবতী। ভগতের নামের অর্থ ভক্ত। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সেটি ছিল এক দেশপ্রেমিক শিখ পরিবার। এই পরিবারের কোনো কোনো সদস্য ভারতের বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার পরিবার পূর্ব থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। অতীতে এই পরিবারের কোনো কোনো সদস্য আবার মহারাজা রঞ্জিত সিংহের সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। ভগতের ঠাকুরদাদা অর্জুন সিংহ ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতীর হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন আর্যসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভগতের উপরেও এই সংগঠনের গভীর প্রভাব লক্ষিত হত। ভগতের বাবা ও দুই কাকা অজিত সিংহ ও স্বরণ সিংহ কর্তার সিং সরভ গ্রেওয়াল ও হরদয়াল নেতৃত্বাধীন গদর পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অজিত সিংহের নামে একটি মামলা

ভগতের বয়সী ছেলেরা সাধারণত লাহোরের খালসা হাইস্কুলে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি এই স্কুলের আনুগত্যের কারণে তার ঠাকুরদাদা তাকে এখানে পাঠাননি। পরিবর্তে ভগতের বাবা তাকে আর্যসমাজি বিদ্যালয় দয়ানন্দ অ্যাংলো–বৈদিক স্কুলে ভর্তি করেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে ভগৎ মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় তিনি প্রকাশ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরোধিতা করেন এবং তার সরকারি স্কুলবই ও বিলিতি স্কুল ইউনিফর্ম পুড়িয়ে ফেলেন।

দায়ের করা হলে তিনি পারস্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। অন্যদিকে ১৯২৫ সালের কাকোরি ট্রেন ডাকাতির ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ১৯২৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর স্বরণ সিংহের ফাঁসি হয়।

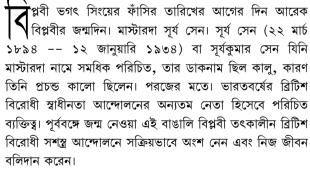
ভগতের বয়সী ছেলেরা সাধারণত লাহোরের খালসা হাইস্কুলে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি এই স্কুলের আনুগত্যের কারণে তার ঠাকুরদাদা তাকে এখানে পাঠাননি। পরিবর্তে ভগতের বাবা তাকে আর্যসমাজি বিদ্যালয় দয়ানন্দ অ্যাংলো–বৈদিক স্কুলে ভর্তি করেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে ভগৎ মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় তিনি প্রকাশ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরোধিতা করেন এবং তার সরকারি স্কুলবই ও বিলিতি স্কুল ইউনিফর্ম পুড়িয়ে ফেলেন। চৌরিচৌরার গণ-হিংসার ঘটনায় কয়েকজন পুলিসকর্মীর মৃত্যু হলে গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এতে হতাশ হয়ে ভগৎ যুব বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থায় ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করার কথা প্রচার করতে থাকেন।

১৯২৩ সালে ভগৎ সিং পাঞ্জাব হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক আয়োজিত প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিলেন। এটি পাঞ্জাব হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি পাঞ্জাব লেখক দ্বারা রচিত অনেক কবিতা এবং সাহিত্য পাঠ করেন এবং তার পছন্দের কবি ছিলেন আল্লামা ইকবাল। ভগত সিং মার্ক্সবাদী সাহিত্য, টলস্টয়, বাকুনিন, আপটম সিনক্লেয়ার ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ নজরুল গভীর মনযোগের সাথে পাঠ করেছিলেন। কৈশোরেই ভগৎ ইউরোপীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশোনা করেন এবং কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ভগৎ সিং কিশোর বয়সে লাহোরের ন্যাশনাল কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করেন কিন্তু বাল্য বিবাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যান এবং 'নওজাওয়ান ভারত সভা' (ভারত যুব সভা) এর সদস্য হন।এই সংস্থায় ভগৎ সিং এবং তার আর বিপ্লবী সহকর্মীরা যুবকদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ইতিহাস শিক্ষক, প্রফেসর বিদ্যালংকরের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে ভগৎ হিন্দুস্তান রিপাবলিক অ্যাসোশিয়েসন–এর সাথে যুক্ত হন যেখানে রামপ্রসাদ বিসমিল, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং আসফাক উল্লা খানের মতো বিশিষ্ট নেতারা ছিলেন। এটা বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, তিনি কানপুর থেকে কাকরি গিয়েছিলেন 'কাকরি ট্রেন লুট' করার জন্য কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তিনি লাহোর ফিরে আসেন। ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসের নবরাত্রিতে লাহোরে বোমা বিস্ফোরিত এবং ভগৎ সিং এই বোমা বিস্ফোরণে জড়িতদের দায়ে গ্রেফতার করা হয় এবং গ্রেফতারের পাঁচ সপ্তাহ পর তাকে ৬০০০০ টাকা জামিন নিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি অমৃতসর থেকে উর্দু ও পাঞ্জাব পত্রিকায় লিখেন এবং সম্পাদনা করেন। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে 'কৃতি কিষান পার্টি' একই পতাকাতলে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন বিপ্লবী নেতারা একটি সভায় মিলিত হয়েছিল। ভগৎ সিং ওই সভার সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীতে তার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডদের জন্য তাকে সমিতির

জাবন ও জালালাবাদ যুদ্ধ

ভাষ্যকার



১৮ এপ্রিল ১৯৩০, শুক্রবার রাত ৮টা বিদ্রোহের দিন হিসাবে ঠিক হয়। পরে তা দশটা করা হয়। চারটা বাড়ি হতে চারটা দল আক্রমণের জন্য বের হয়। সে রাতেই ধুম রেলস্টেশনে একটা মালবহনকারী ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে উল্টে যায়। একদল বিপ্লবী আগে থেকেই রেল লাইনের ফিসপ্লেট খুলে নেয়। এর ফলে চট্টগ্রাম সমগ্র বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্য একটি দল চট্টগ্রামের নন্দনকাননে টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করে। হাতুড়ি দিয়ে তার সব যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে দেয় এবং পেট্রোল ঢেলে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আরেকটি দল পাহাড়তলীতে অবস্থিত চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করে নেয়। উন্নতমানের রিভলবার ও রাইফেল গাড়িতে নিয়ে অস্ত্রাগারটি পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগানো হয়। তবে সেখানে কোনো গুলি পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপ্লবীরা দামপাড়ায় পুলিস রিজার্ভ ব্যারাক দখল করে নেয়। এই আক্রমণে অংশ নেওয়া বিপ্পবীরা দামপাড়া পুলিস লাইনে সমবেত হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। মিলিটারি কায়দায় কুচকাওয়াজ করে সূর্য সেনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সূর্য সেন অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। তিনি তার ঘোষণায় বলেনঃ

The great task of revolution in India has fallen on the Indian Republican Army. We in Chittagong have the honour to achieve this patriotic task of revolution for fulfilling the aspiration and urge of our nation. It is a matter of great glory that today our forces have seized the strongholds of Government in Chittagong The oppressive foreign Government has closed to exist. The with our life and blood.



চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরুপে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত ছিল চারদিন। কিন্তু এরমধ্যে বিপ্লবীদের খাদ্যসংকট দেখা দিল এবং সূর্য সেন সহ অন্যদের কচি আম, তেঁতুল পাতা, কাঁচা তরমুজ এবং তরমুজের খোসা খেয়ে কাটাতে হয়। সূর্য সেন সহ ছয়জন শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবীকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। ১৯৩০ সালের ২২ এপ্রিল বিপ্লবীরা যখন জালালাবাদ পাহাড়ে (চট্টগ্রাম সেনানিবাসের পাহাড়) অবস্থান করছিল সে সময় সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে। দুই ঘণ্টার প্রচন্ড যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর ৭০ থেকে ১০০ জন এবং বিপ্লবী বাহিনীর ১২ জন শহিদ হন। এঁরা হচ্ছেন, নরেশ রায়, ত্রিপুরা National Flag is flying high. It is our duty to defend it সেনগুপু, বিধুভূষণ ভট্টাচাৰ্য, হরিগোপাল বল, মতিলাল কানুনগো, প্রভাসচন্দ্র বল, শশাঙ্কশেখর দত্ত, নির্মল লালা,

জিতেন দাশগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, পুলিনচন্দ্র ঘোষ, এবং অর্ধেন্দু দস্তিদার। জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে অংশ নিয়ে পলায়ন করতে সক্ষম হলেও পরবর্তীকালে পুলিসের আক্রমণে দুজন শহিদ হন, এঁরা হচ্ছেন অপূর্ব সেন এবং জীবন ঘোষাল।

কনডেম্ড সেলে সূর্য সেনকে কড়া পাহারায় নির্জন কুঠুরীতে রাখা

હ

শেষ দিনগুলো এবং ফাঁসির বিবরণ

হত। একজন কয়েদি মেথর সূর্য সেনের লেখা চিঠি ময়লার টুকরিতে নিয়ে জেলের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বন্দি বিপ্লবীদের দিয়ে আসতো। মৃত্যুর আগে জেলে আটক বিপ্লবী কালীকিক্ষর দে'র কাছে সূৰ্য সেন পেন্সিলে লেখা একটি বাৰ্তা পাঠান। সে বাৰ্তায় তিনি লেখেন আমার শেষ বাণী–আদর্শ ও একতা। তিনি স্মরণ করেন তার স্বপ্নের কথা––স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন যার জন্য জীবনভর উৎসাহ ভরে ও অক্লান্তভাবে পাগলের মতো তিনি ছুটেছেন। তার ভাষায় ভারতের স্বাধীনতার বেদিমূলে যে সব দেশপ্রেমিক জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের নাম রক্তাক্ষরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লিখে রেখো। তিনি সংগঠনে বিভেদ না আসার জন্য একান্তভাবে আবেদন করেন। শেষ দিনগুলোতে জেলে থাকার সময় তার একদিন গান শোনার খুব ইচ্ছা হল। সেই সময় জেলের অন্য এক সেলে ছিলেন বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী। রাত ১১টা–১২টার দিকে কল্পনা দত্ত তাকে চিৎকার করে বলেন এই বিনোদ, এই বিনোদ, দরজার কাছে আয়। মাস্টারদা গান শুনতে চেয়েছেন। বিনোদবিহারী গান জানতেন না। তবুও সূর্য সেনের জন্য রবিঠাকুরের যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে গানটা গেয়ে শোনালেন। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি মধ্যরাতে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি কার্যকর হবার কথা উল্লেখ করা হয়। সূর্য সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারকে ব্রিটিশ সেনারা নির্মম ভাবে অত্যাচার করে। ব্রিটিশরা হাতুড়ি দিয়ে তার দাঁত ভেঙ্গে দেয় এবং তার হাড়ও ভেঙ্গে দেয়। হাতুড়ি দিয়ে নির্মম ভাবে পিটিয়ে অত্যাচার করা হয়। এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। নিষ্ঠুরভাবে তাদের অর্ধমৃতদেহ দুটি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের লাশ আত্মীয়দের হাতে হস্তান্তর করা হয়নি এবং হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী পোড়ানো হয়নি। ফাঁসির পর লাশ দুটো জেলখানা থেকে ট্রাকে করে ৪ নম্বর স্টিমার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর মৃতদেহ দুটোকে ব্রিটিশ ক্রুজার The Renown –এ তুলে নিয়ে বুকে লোহার টুকরা বেঁধে বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগরের সংলগ্ন একটা জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়।

২৩ মার্চ, ২০২৩ / কলকাতা COMMO

কোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণ

ছেলেরাই বাবা–মাকে ধরনের পিতৃত মন্তব্য

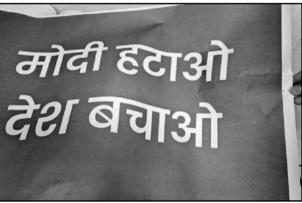
মামলার বিচারে কোনওরকম তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে, বৃদ্ধ পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করা থেকে বয়সে কে তাঁদের দেখবে, কে-ই যেন দেশের সমস্ত আদালতকে বিরত থাকার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি পিএস নরসিংহর একটি বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাত বছরের একটি ছেলেকে অপহরণ করে অভিযুক্তের মৃত্যদণ্ড ঘোষণা হলে, সেই সাজার পুনর্বিবেচনার আবেদনের মামলায় এই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চ। ওই ব্যক্তির পুনর্বিবেচনার ওই আবেদন ইতিমধ্যেই খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তা খারিজ করে আদালতের তরফে জানানো ছেলেটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খুন করার ঘটনায় তার মা–বাবা অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ। মা-বাবার এই একমাত্র সন্তান হারানোর বেদনার সঙ্গে ধরনের মন্তব্য পিতৃতন্ত্রের ধারক–

এই উদ্বেগও মিশে রয়েছে, বা তাঁদের পরিবারকে দেখবে। এটা শুধু একটা নৃশংস খুন নয়, এটা গোটা পরিস্থিতিকেই চরম সমস্যায় ফেলে দেওয়া। আদালতের এই মন্তব্য নিয়েই নতুন করে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, বিচারপতি ডিওয়াই প্রধান চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে থাকা সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ। ডিওয়াই চন্দ্রচূড় নিজে সেই রায়ে লিখেছেন, এইরকম ভয়ংকর খুনের মামলায় আদালতের এটা মোটেই বিচার করার কথা নয়, যে খুন হওয়া শিশুটি কন্যাসন্তান নাকি পুত্রসন্তান। নিহত শিশুর লিঙ্গ যাই হোক না কেন, ঘটনাটি সমান দুর্ভাগ্যজনক। কেবল পুত্রসন্তান হওয়ার কারণে সে ভবিষ্যতে মা–বাবার দায়িত্ব নিত, এমন ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় আদালতের। এই

ধরনের কথা বলা উচিত নয়। আদালতের পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করা-না-করা নিয়ে আলোচনা এই প্রথম নয়। ২০২১ সালে অপর্ণা ভাট বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকারের একটি বিশেষ মামলায় আদালতের রায়ের পরে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অনেকে। সে সময়ে সুপ্রিম কোর্ট এই নিয়ে গাইডলাইন প্রকাশ করেছিল। ওই মামলায় দেখা গিয়েছিল, যৌন হেনস্থার মামলায অভিযুক্ত যেন রাখি পরিয়ে দেয় অভিযোগকারিণীকে, এমনই শর্ত দিয়ে অভিযুক্ত যুবককে জামিন দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। এর যুক্তি হিসেবে আদালত একাধিক পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য করেছিল, যেমন ঃ (১) মহিলারা শারীরিক ভাবে দুর্বল হন এবং তাঁদের নিরাপত্তা প্রয়োজন। (২) মহিলারা যেহেতু নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তাই পুরুষরাই পরিবারের মাথা

বাহক, কোনও আদালতেরই এই হন এবং পারিপারিক সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এমনটাই মেয়েদের মেনে নেওয়া উচিত। (৩) ভাল মহিলারা যৌনতার ব্যাপারে বিশ্বস্ত হন, তথা সতী হন। (৪) সব মহিলারই দায়িত্ব মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করা এবং বাচ্চাদের সব দায়িত্ব নেওয়া। (৫) মদ, সিগারেট খাওয়া মহিলারা পুরুষদের যৌনতার বার্তা দেন। (৬) কোনও মহিলার যৌন হেনস্থার অভিযোগে যদি শারীরিক ক্ষতির তেমন চিহ্ন না মেলে. তাহলে এমনও হতে পারে, সেই মহিলার সম্মতিতেই যৌনতা

এই মন্তব্যগুলির পরেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে আইনের অঙ্গনেই। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, কোনও আদালতই যেন কোনও মামলায় এই ধরনের পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য না করে। ফের আরও একবার খুনের মামলার সাজা বহাল রাখতে গিয়ে এই ধরনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।



প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে অবমাননাকর পোস্টার দিল্লিতে। ফটো ঃ সংগৃহীত।



মোদি বিরোধী পোস্টার দিল্লির রাস্তা থেকে রাতারাতি সরিয়ে দিয়েছে ফটো ঃ পিটিআই

সাংবাদিক

সংবাদদাতা ঃ শ্রীনগরের বিশিষ্ট সাংবাদিক ইরফান মেহেরাজকে মিথ্যে এনআইএ। বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারা প্রয়োগ করা হযেছে। তিনি যাতে জামিন না গ্রেফতারের পরে তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আল জাজিরার সাংবাদিক ছিলেন। ইউরোপের ডিডাবলু নিউজ ছাড়াও অন্য দেশি বিদেশি ও স্থানীয় পত্র পত্রিকা, বিভিন্ন জাজিরাকে জানিয়েছে, তাঁর পুত্র অনলাইনে লিখতেন। তিনি জন্ম সম্পূর্ন নির্দেষ। সাধারণ মানুষের কাশ্মীর কোযালিশন অফ সিভিল

সংগঠনের সদস্য ছিলেন।

জায়গা থেকেই কাশ্মীরওয়ালার সম্পাদক ও জনপ্রিয সাংবাদিক ফাহাদ শা-কে গ্রেপ্তার করা হয। আজও তিনি জেলজীবনে বন্দী। এনআইএ'র অভিযোগ, পান। মঙ্গলবার শ্রীনগর থেকে জেল বন্দী এক সন্ত্রাসীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। যদিও এই অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু তার জন্য ফ্যাসিস্ট সরকার চুপ করে বসে থাকবে কেন?

ইরফানের বাবা আল সমস্যা এবং বিভিন্ন জ্বলন্ত বিষ্য সোসাইটি নামক মানবাধিকার ইরফানের লেখায় ফুটে উঠত।

বিশ্বের বিভিন্ন মহল থেকে এই সম্পাদক ফাহাদ শাহকে গ্রেফতার ঠিক একবছর আগে ঠিক এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলা করেছিল। তিনি এখনও জেলে হয়েছে, এই ঘটনা স্বাধীন সংবাদ উপরে সরাসরি হস্তক্ষেপ। কলকাতা প্রেস ক্লাবের অবিলম্বে ইরফানকে মুক্তির দাবি এপিডিআরের জানিযেছেন। পক্ষেও এর সদস্য হিসেবে এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

কাযদায অমিত শাহের অধীনস্থ কোনও সমাধান হযনি। বরং কাশ্মীরের পুলিস অন লাইন সমস্যা আরও জটিল ও তীব্র কাশ্মীরওযাূলার পোৰ্টাল

আছেন। কোনও বিচার হচ্ছে না। আসলে ৩৭০ ধারা তুলে দেওযার পরেও মোদি শাহ সরকার যে বিশিষ্ট সদস্য প্রসূন আচার্য সহ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে চূড়ান্ত দেশ ও রাজ্যের বহু সাংবাদিক ব্যর্থ তা ঢাকতেই সাংবাদিকদের এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। উপর আক্রমণ হানা হচ্ছে। বন্ধ করা হচ্ছে সমালোচকদের মখ। একদা মোদির কাশ্মীর নীতির সমর্থক লাদাখের মানুষও ইদানিং তীব্র বিরোধিতা করছেন। কারণ. তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, চার এক বছর আগে ঠিক একই বছরেও তাঁদের সমস্যার এক চুল

রাহুল–আদানি বিতর্ক মাঝপথে

সংসদের চলতি বাজেট অধিবেশন করানো। তারজন্য ৩১ মার্চ পর্যন্ত আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত চলার সময় আছে। ফিন্যান্স বা অর্থ বিল কথা। কিন্তু ৩১ মার্চেই তা ইতি টেনে দেওয়া হতে পারে। বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার একটি টাকাও একাধিক সূত্র থেকে এমন আভাস মিলেছে। বিরোধী দলগুলিও তেমন আশঙ্কা করছে। বিগত সপ্তাহের মতো গত দু'দিন নিয়ে সংসদের অধিবেশন আগাম সংসদের দুই কক্ষে তুমুল হটুগোল বন্ধ করে দেওয়া হবে। কারণ, চলে। তারই মধ্যে সরকার লোকসভায় দুটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন নিয়ে শাসক দল বিজেপি ও বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে। বাজেট সরকারের সঙ্গে বিরোধী দলগুলির বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের জন্য কোনওরকম সমঝোতার রাস্তা

২২ মার্চ ঃ বিষয় হল ফিন্যান্স বিল পাশ পাশ না করালে ১ এপ্রিল থেকে খরচ করতে পারবে না। মনে করা হচ্ছে আজকালের মধ্যে ফিন্যান্স বিল ধ্বনি ভোটে পাশ করিয়ে রাহুল গান্ধি এবং আদানি বিতর্ক সরকারের কাছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যুগের মিরজাফর বলে দেগে দিয়ে অস্বস্তি বাড়বে। সরকার কিছুতেই কি না।

বিজেপির দাবি, দেশে গণতন্ত্র ওই দাবিতে মঙ্গলবার সংসদের নেই, লন্ডনে বলা এই কথার জন্য রাহুল গান্ধীকে সংসদে দাঁড়িয়েই ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ১৮টি বিরোধী দলের দাবি, আদানি ইস্যুতে সরকারকে সংসদের যৌথ তদন্ত কমিটি গড়তে হবে। শাসকদলের অনেকের আশঙ্কা, জেপিসি হলে সরকারের সঙ্গে আদানিদের সম্পর্কের অনেক অজানা তথ্য সামনে চলে আসবে যা শুধু বিরোধীদের হাত শক্ত সংসদের অনুমোদন নিতে এই খোলা যায়নি। বিজেপি মুখপাত্র করবে তাই–ই নয়, দেশের বণিক বিড়লাকে লেখা রাহুলের চিঠির

বিরোধ আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। এই দাবি তাই মানতে রাজি নয়। করিডরে বিরোধীরা বিক্ষোভ মিছিল করে যার নজির কমই আছে। জেপিসি ছাড়া তারা পিছু হটবেন না, এই বার্তা দিতেই গতকাল করিডরে মিছিল করে বিরোধী দলগুলি। আলাদা মিছিল করে তৃণমূল।

পাশাপাশি কংগ্রেসও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, রাহুল গান্ধী ক্ষমা চাইবেন না। এখন দেখার সভায় তাঁকে বলতে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে বিল পাশ করানো বাধ্যতামূলক। সন্থিত পাত্র মঙ্গলবার রাহুলকে এ মহলের সামনেও সরকারের বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়

রামনবমীতে ডিজে বন্ধ করায় অনশন

বিধানসভায়

হড়োহড়ি. তালিবানি বিজোপ শাসন বলল

२२

রামনবমীতে ডিজে বন্ধের নির্দেশে

উত্তেজনা ঝাড়খণ্ড বিধানসভায়।

বিরোধী শিবির অর্থা, বিজেপি

ঝাড়খগু,

মার্চ

বিধায়কদের দাবি, হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করছে ঝাড়খণ্ড সরকার। অন্য দিকে, সরকার পক্ষ জানাচ্ছে পুজো অবশ্যই হবে কিন্তু শব্দদৃষণ নৈব নৈব চ। যা নিয়ে ঝাড়খণ্ডে তালিবানি শাসন চলছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এক বিজেপি বিধায়ক। মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় প্রশ্লোত্তর পর্ব চলছিল। ওই সময় মণীশ বিজেপি বিধায়ক দাবি জয়সওয়াল করেন হাজারিবাগে রামনবমীর মিছিলে ডিজে বাজানোর অনুমতি দেওয়া হোক। এই দাবি জানাতে গিয়ে ওই বিজেপি বিধায়ক এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান বলতে বলতে পরনের কুর্তা ছঁড়ে ফেলেনে। তাঁর প্রশ্ন, ঝাড়খণ্ডে কি তালিবান শাসন চলছে? মণীশ রামনবমীতে ডিজে নির্দেশ বন্ধের দেওয়ায়

হাজারিবাগে পাঁচ জন ব্যক্তি আমরণ অনশনে বসেছেন। অনেকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করছে পুলিস। কিন্তু রামনবমী উপলক্ষে যদি ডিজে

বাজানো হয় তবে কী এমন ক্ষতি হবে? প্রশ্ন ওই বিধায়কের। এর পর ঝাড়খণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে ১০৪ বছরের ঐতিহ্য ভাঙার অভিযোগ তোলেন তিনি। অন্য দিকে, সরকার পক্ষ জানাচ্ছে ডিজে বাজানোর অনুমতি দেওয়া হবে না। ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী মিথিলেশ ঠাকুরের অভিযোগ, রামনবমীতে ডিজে বাজানোর দাবি নিয়ে যাঁরা অনশন করছেন তাঁরা প্রত্যেকে বিজেপি কর্মী। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট ডেসিবেল মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ডিজের অনুমতি দিলে তা ভাঙবে। আমরা সমস্ত ধর্ম এবং সম্প্রদায়কে সম্মান করি। আমরা রামের প্রকৃত ভক্ত। এই

কাটাকাটির বিধানসভার ওয়েলে নেমে কংগ্রেস বিধায়ক দীপিকা পাণ্ডে অভিযোগ করেন বিজেপি বিধায়কেরা তাঁকে নগরবধূ বলে অপমান করেছেন। তাঁর কথায়. বিজেপি দেব–দেবীতে আস্থাশীল নয়। তারা চায় নগরবধূ। ওরা হিন্দুও নয়। হিন্দুর নাম নিয়ে নাটক করে। এই ঝামেলার মধ্যেই রাজ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে দু'টি প্রাইভেট বিল

হয়েছে

বিধানসভায়।

ঝাড়খণ্ড

বিজেপি ছাড়ার

যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্য দলের পুরনো দল বিজেপিতে যোগ দিতে দেখা যায়। কর্নাটকে বিধানসভা ভোটের আগে কি তার ব্যতিক্রম হতে চলেছে! কংগ্রেস সূত্রের দাবি, বিজেপির অন্তত ১১ জন বিধায়ক কংগ্রেসে যোগ দিতে চাইছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন কর্নাটকের মন্ত্ৰী এবং একজন প্ৰাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীও। বিজেপির নেতা

কাল বিধান পরিষদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর। এই বাবুরাও কংগ্রেস বিজেপিতে ছেড়েই যোগ দিয়েছিলেন। ২০১৯–এর লোকসভা ভোটে গুলবর্গা কেঃদ্রে মল্লিকার্জুন খড়োর হারের পিছনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এক বিজেপি সদস্য পুত্রনা

তথা কর্নাটকের বিধান পরিষদের কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। বাবুরাও সদস্য বাবুরাও চিঞ্চনসুর গত কর্নাটকের কল্যাণ অঞ্চলে কোলি সম্প্রদায়ের নেতা। তিনি কংগ্রেসে গেলে ওই অঞ্চলের ২০টি থেকে ৩০টি বিধানসভা আসনে বিজেপি ধাক্কা খেতে পারে।তবে এই নেতাদের দলে নেওয়া বা আসন্ন ভোটে প্রার্থী করা নিয়ে অবশ্য কংগ্রেসের অন্দরে মতভেদ রয়েছে। একাংশের মতে, বিজেপি ছেড়ে আসা নেতাদের বদলে সম্প্রতি বিধান পরিষদের আরও কংগ্রেসের নেতাদেরই প্রার্থী করা

গিয়ে হিসারে গর্ভপাত করাতে

সংস্থায় ভূজ

গুরুগ্রাম, ২২ মার্চ ঃ এক বছর আগেই সাবালক হয়েছেন। এর মধ্যে গর্ভধারণ! ভুল যে হয়েছে, তা বুঝতে পেরেই সম্ভবত শোধরাতে চেয়েছিলেন ১৯ বছরের কিশোরী। কিন্ধ সে কাজ করতে গিয়ে আরও বড় ভুলের শিকার হলেন তিনি। চিকিৎসার ভুলে মৃত্যু হল তাঁর। ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার হিসারে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, সোমবার হিসারের আগ্রোহায় মহারাজা আগ্রাসেন মেডিক্যাল চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় ওই কিশোরীর। তার আগে একটি বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে গর্ভপাতের জন্য ভর্তি হয়েছিল

অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন চারমাসের তিনি। গর্ভপাত করানোর পর হঠাই শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয় কিশোরীকে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ১৬ ৬টার মার্চ সময় আশঙ্কাজনক ওই অবস্থায় কিশোরীকে নিয়ে আসা হয় মেডিক্যাল কলেজে। জরুরি বিভাগে চিকিৎসা শুরু হয় তাঁর। হাসপাতালের অধিকর্তা অলকা ছাবড়া জানিয়েছেন, গর্ভপাতের ভুল চিকিসার জন্য সেপটিক শকে চলে গিয়েছিলেন কিশোরী। তাঁর অন্ত্র বেরিয়ে আসছিল শরীর থেকে। জরায়ুটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। হাসপাতালে ওই তাঁকে। কিশোরীর জরায়ু এবং অন্ত্রে

অস্নোপচার করানো হয়। কিন্তু তার পরও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের পরে ওই কিশোরীর কিডনি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ধীরে ধীরে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই কাজ করা বন্ধ করে দিতে শুরু করে। ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল সোমবার রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পুলিশে কিশোরীর পরিবার। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। তারা জানিয়েছে, গত ১৪ মার্চ ওই কিশোরীকে হিসারের একটি বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে গর্ভপাতের জন্য ভর্তি করিয়েছিলেন তাঁর এক

ইন্টারপোলের লাল তালিকা থেকে হীরে ব্যবসায়ীর নাম বাদ পড়তেই এই প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়েছে

क নয়াদিল্লি, ২২ মার্চিঃ পলাতক ধনকুবের মেহুল চোকসিকে দেশে ফেরানো আর সম্ভব নয়? ব্যাংকের টাকা হাতিয়ে বাকি জীবন নিশ্চিন্তে তিনি? দেবেন ইন্টারপোলের লাল তালিকা থেকে হীরে ব্যবসায়ীর নাম বাদ পড়তেই ইডি। তবে এ সংক্রান্ত এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনল সংবাদ সংস্থা এএনআই। সংস্থাটির দাবি, ওয়াকিবহাল মহল জানিয়েছে, ইন্টারপোলের লাল তালিকা থেকে চোকসির নাম বাদ পড়ার কোনও প্রভাব পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের আর্থিক তছরূপের মামলায় পড়বে না। কারণ, এই মামলাটি ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি আরও জানানো হয়েছে

যে ইন্টারপোলের লাল তালিকা

থেকে তাঁর নাম বাদ যাওয়ার ফলে

বিশ্বের যে কোনও দেশে যাতায়াত

করতে পারেন চোকসি। তবে ভারতে আসতে পারবেন না তিনি। কারণ এদেশে তাঁর নামে একাধিক মামলা রয়েছে। ২০১৮ সালে ভারত থেকে পালিয়ে অ্যান্টিগা ও বারবুডায় আশ্রয় নিয়েছিলেন মেহুল চোকসি। তারপরেই পাঞ্জাব এই প্রশ্ন মাথাচারা দিয়েছে। এ ন্যাশনাল ব্যাংকের কর্তা মেহুলের বিরুদ্ধে ১৩ হাজার কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের অভিযোগ ওঠে। পরে জানা যায়, অ্যান্টিগার নাগরিকত্ব নিয়ে সেই দ্বীপেই আস্তানা গেড়েছেন চোকসি।

আর ফেরানো

এই ঘটনার প্রায় ১০ মাস পরে চোকসিকে লাল তালিকাভুক্ত করে ইন্টারপোল। সোমবার তাঁকে ওয়ান্টেড তালিকা থেকে সরিয়ে দেয় ইন্টারপোল। ভারতে নিয়ে গেলে তাঁর নিরাপত্তা বিঘ্লিত হতে জানিয়েছিলেন চোকসি। সেই নিয়েছে বিষয়টিও মেনে ইন্টারপোলের বিশেষ আদালত।

দিল্লিতে ১৬ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে ভুয়ো পুলিশ! দাবি রুশ পরিবারের

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ পুলিসের উর্দিতে জনা কয়েক তাঁদের গাড়ির পিছু ধাওয়া করছিলেন। তাঁদের গাড়িতে তল্লাশির নামে ব্যাগ থেকে ২০,০০০ ডলার হাতিয়ে নেন ওই উর্দিধারীরা। দিল্লিতে ঘুরতে আসা এক রুশ পরিবারের অভিযোগ, পুলিস সেজে তাদের কাছ থেকে ওই টাকা হাতিয়েছেন দুষ্কৃতীরা। ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকা। পুলিসের কাছে মস্কোর ওই বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ১৮ মার্চ ভারতে এসেছিলেন তারা। আগরায় গিয়ে তাজমহল দেখার জন্য তার আগের দিন থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ঘটনার দিন বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ সেখান থেকে ফিরছিলেন তাঁরা। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ আর্চবিশপ মাকারিয়স রোডে তাঁদের গাড়ির পিছু নেন পুলিসের উর্দিধারী কয়েক জন। পুলিসের পরিচয় দিয়ে গাড়ি থামাতে বলে তল্লাশি শুরু করেন তাঁরা। তল্লাশির ভান করে গাড়ির ভিতর থেকে একটি ব্যাগে রাখা ২০,০০০ ডলার হাতিয়েও নেন।

রাজস্থানে চিষ্কারা মেরে বনভোজন

ভিডিও **जालि**

জয়পুর, ২২ মার্চ ঃ চিন্ধারা হরিণ শিকার করে তার মাংস দিয়েই বনভোজন। বনভোজনের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যাঁরা হরিণ শিকার করে বনভোজন করেন তাঁরাই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন, এভাবেই পুলিস ও বনদপ্তরকে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন ওই শিকারির দল। রাজস্থানের এই ঘটনায় গিয়েছে। শোরগোল পড়ে ভিডিও প্রকাশ্যে সোমবার আসতেই বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস ও বন দপ্তর। পলিসের অনুমান ঘটনাটি লুনি



থানা এলাকার পান্নে সিংহ পর সেটিকে গাছের ডালে নগরের কালিজলের আশপাশের। ভিডিওতে ভাইরাল দেখা গিয়েছে, একটি হরিণ শিকারের

ঝোলানো হয়েছে, সেটির চামড়া ছাডিয়ে মাংস কাটা হচ্ছে। এরপর সেই মাংস রান্নাবান্না করে ঘটনায় সরব হয়েছে দ্য বিষ্ণোই টাইগার ফোর্স। তারা অভিযুক্তদের কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিস ও বন দপ্তরকে অভিযোগপত্র দিয়েছে সংগঠনটি। চিন্ধারা বাঁচানোর জন্য ওই অঞ্চলে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর দাবিও তুলেছে তারা। বন্যপ্রাণ সুরক্ষা কর্মী ওম প্রকাশের দাবি করেছেন, ০০৯ নামে একটি চোরাশিকারির দল এই কাগু করেছে। তারা দীর্ঘ দিন ধরে এই অঞ্চলে সক্রিয়। সেই দলের এক ভবানী সমাজমাধ্যমে হরিণ শিকার ও বনভোজনের ভিডিও প্রকাশ করে পুলিসকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

বনভোজন করা হচ্ছে। এই

জেলায় জেলায়

মুর্শিদাবাদের ভরতপুর-২ ব্লকের কাগ্রাম পঞ্চায়েতে ভেঙে পড়েছে রাস্তা, নিকাশি নিয়েও অসন্তোষ

মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার ভরতপুর ২ নম্বর ব্লকের কাগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পাঁচ বছরেও প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি অভিযোগ বাসিন্দাদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এলাকার বহু রাস্তায় পিচ

হয়নি, পানীয় জল নিয়েও বহু খানেকের মধ্যেই পাথর উঠে অভিযোগ তুলেছেন বাসিন্দারা। গিয়েছে। নিম্নমানের কাজ হয়েছে ভরতপুর-২ ব্লকের মধ্যে কাগ্রাম আয়তনে বড় গ্রাম। এই

অভিযোগ। নিকাশি বলে নালাগুলি সাফাই হয়না। রাস্তার

জমে দৃষণ সৃষ্টি করছে বলেও

<u>নজরে ভরতপুর-২ ব্লক কাগ্রাম পঞ্চায়েত</u>

গ্রামে জগদ্ধাত্রী পুজোর নাম-ডাক আছে। এখানকার বহু রাস্তায় ঢালাই হওয়ার বছর

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর

পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ প্রকাশ

দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা

সুনীল মুন্সী

তৃতীয় সংস্করণ

দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

ইতিহাস অনুসন্ধান

(চতুর্থ খণ্ড)

মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত

দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

দাম : ৪৫০.০০

মনীযা প্ৰকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী

দর্শন

ইতিহাস

কাব্যগ্রন্থ

বিজ্ঞান

ঃ দ. ন. ত্রিফোনভ

ভ. দ. ত্রিফোনভ

ঃ মঞ্জুকুমার মজুমদার,

ড. বি. কে. কঙ্গো

ঃ এ. বি. বর্ধন

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

ঃ ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন

ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)

ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঃ সুশোভন সরকার

কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ নিকালাই ইভানভ

দার্শনিক লেনিন

ইতিহাসের ধারা

রামের অযোধ্যা

রবীন্দ্র ভাবনা

নির্বাচিত প্রবন্ধ

দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র

রাসয়নিক মৌল কেমন করে

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল

ইতিহাস অনুসনন্ধান

CAA, NRC, NPR

(পরিবর্তিত সংস্করণ)

বিজেপির স্বরূপ

মানছি না

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও

বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য

মনীযা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

90.00

96.00

90.00

\$00.00

₹60.00

₹60.00

নেমে নলকপগুলি মেরামত একটি

তৃণমূলের গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান মালতি মাসি এসব স্বীকার করে নিয়ে জানান, নিকাশি নালা প্রয়োজন আছে। নানান কারণে তা এখনও হয়ে ওঠেনি কাজ করার চেষ্টা হচ্ছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রধান তো শুধু নামে আসলে তৃণমূল দলের নেতা-কর্মীরা যা করবে তাই হবে, সাধারণ মানুষের কিছু বলার ক্ষমতা নেই। মাসের পর মাস নলকুপগুলি খারাপ হয়ে পড়ে আছে সেগুলি সারাইয়ের কোনও উদ্যোগ নেই। পানীয় জলের জন্য সারা বছর দুর্ভোগ তা মানুষ দেখছে, শুনছে।

পঞ্চায়েতের দায়সারা দাবি যাওয়ায় হলেও ফের খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

পাশে নালা উপচে নোংরা জল ভবন নির্মাণ হলেও সেটি এখনও চালু হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, সরকারের তৃণমূল আশা কিন্তু তা হয়নি। উন্নয়নের চাইতে প্রচার বেশি হয়েছে, আর সরকারী অর্থের লুট, খয়রাতি হয়েছে। তিনি কবির ছলে বলেন, যা দেখিনি নয়নে তা দেখছি তৃণমূলের আমলে। যা উন্নয়ন হয়েছে তা কংগ্ৰেস আমলেই হয়েছে। তখন যেমন অর্থ পেয়েছে তেমন উন্নয়ন সরকারের শাসনকালে কাজের চেয়ে আত্মসাৎ বেশি হয়েছে,

বরাহনগর পুরপ্রধানের সাফাই একটা মিষ্টিও কেউ খায়নি

নিজম্ব সংবাদদাতা : অয়নের সূত্র ধরেই রাজ্যের যে পুরসভাগুলিতে দুর্নীতি হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম বরাহনগর পুরসভা বলে অভিযোগ। কিন্তু বরাহনগর পুরসভার পুরপ্রধান দুর্নীতি তো দূরের কথা একটা মিষ্টিও কেউ খায়নি বলে দাবি করলেও জনমানস তা সাফাই বলে মনে করছে। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার অয়ন শীলের। ইডি তদন্তে সামনে এসেছে পুর দফতরে নিয়োগ পর্বেও দুর্নীতির গুচ্ছ– গুচ্ছ অভিযোগ। আর অয়নের সূত্র ধরেই রাজ্যের যে পুরসভাগুলিতে দুর্নীতি হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম বরাহনগর পুরসভা। যদিও পুরপ্রধান অপর্ণা মল্লিকের দাবি, এই পুরসভায় কোনও দুর্নীতি হয়নি। এদিন, অপর্ণা মল্লিক স্বীকার করেছেন, তিনি অয়ন শীলকে চেনেন। বরাহনগর পুরসভায় মাঝেমধ্যে আনাগোনাও ছিল তাঁর। পুরপ্রধান বলেন, এখানে যে চাকরি হয়েছে তা সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে হয়েছে। স্বচ্ছতার সঙ্গেই হয়েছে। এক টাকার বিনিময়েও এখানে চাকরি হয়নি। এমনকী যাঁদের চাকরি হয়েছে তাঁদের কাছ থেকে একটি

উল্লেখ্য, অয়ন শীলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি জানতে পেরেছে, তাঁর সংস্থা এবিএস ইনফোজোন–এর মাধ্যমে রাজ্যের ৬০টিরও বেশি পুরসভায় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আর সেই সব কটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রায় ৫,০০০ প্রার্থীর চাকরি নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। পুরসভার গ্রুপ–সি শুধু নয়,

সেই সব পুরসভার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কামারহাটি পুরসভা, হালিশর পুরসভা, পানিহাটি, উত্তর ও দক্ষিণ দমদম পুরসভা। এছাড়াও দমকলের নিয়োগও এই সংস্থার মাধ্যমে হয়েছে বলে অভিযোগ

রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অয়ন শীল ৫০ কোটি টাকা তুলেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। দুর্নীতির গভীরতা এতটাই বেশি যে গতকাল পুরসভার একের পর এক দুর্নীতি অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই বেড়েছে

সোনা কোথা থেকে এলো অনুব্রতের গড়ে এই নিয়ে

বাড়ছে রহস্য নিজস্ব সংবাদদাতা : নদী থেকে বালি এবং কয়লার খাদ এবং গরু পাচার নিয়ে বীরভূম দীর্ঘদিন সংবাদ শিরোনামে। এনিয়ে উত্তপ্ত হতে দেখা গিয়েছে বীরভূমকে। কিন্তু এখন আবার সেই নদীর চরে বালি খুঁড়লেই পাওয়া যাচ্ছে সোনা, আর এই ঘটনাকে ঘিরে ফের একবার চর্চায় এসে পড়েছে অনুব্রতর গড়।

মুরারই ব্লকের অন্তর্গত পারকান্দি গ্রামের পাশে থাকা বাঁশলৈ নদীতে এইভাবে সোনা পাওয়ার ঘটনার খবর চাউর হতেই বৃহস্পতিবার থেকে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। প্রশাসনের তরফ থেকে ওই এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং পুলিসের অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে, যাতে কেউ সেখানে নামতে না পারেন। নদীর বালি থেকে এইভাবে সোনা পাওয়ার ঘটনার পর রামপুরহাট মহাকুমার মহকুমা শাসক সাদ্দাম নাভাস আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিদের খবর দিয়েছেন ওই জায়গায় কিভাবে সোনা এলো তা খতিয়ে দেখার জন্য। প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে এই সার্ভে টিম যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ পুলিসি ঘেরাটোপে থাকবে এলাকা।

তবে সবার মধ্যেই একটি প্রশ্ন জাগছে আর সেটি হল এই বিপুল পরিমাণ সোনা কোথা থেকে এলো? তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ বলছেন, মহেশপুর রাজবাড়ি ভেঙ্গে নদীর সঙ্গে মিশে যায়। সেক্ষেত্রে সেখান থেকেও এমন প্রাচীন অলংকার সহ মোহরের মতো জিনিস ভেসে চলে আসতে পারে। আবার কেউ কেউ অন্য মত পোষণ করছেন।

পাওয়ার ঘটনায় নানান মত পোষণ করা হলেও ঠিক কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ সোনা এলো এবং এগুলি আদৌ সোনা নাকি অন্য কিছু তা এখনো স্পষ্ট নয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার টিম এলাকায় এসে পৌঁছায়। তারাই বিষয়টি খতিয়ে দেখে সঠিক উত্তর দিতে

আমি বাম আমলের শিক্ষক

পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে কাউন্সিলরের পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য



নিজম্ব প্রতিনিধি: শিক্ষক নিয়োগ কতখানি অস্বস্তিতে এবং সমাজে তার কতখানি প্রভাব পড়েছে তা পরগনা জেলার বারাসাত প্রসভার এক নির্দল কাউন্সিলরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা পোষ্টার দেখলে বোঝা যায়। ওই পোষ্টার রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বারাসাতের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে পোষ্টারে লিখেছেন তিনি পেশায় শিক্ষিকা। নিয়োগের বছর ২০০৬ ! বাম আমলে তিনি চাকরি পেয়েছেন, উল্লেখ করেছেন। অনেকেই মনে করছেন তিনি তৃণমূলকে খোঁচা দিতেই এমন পোস্টার লাগিয়েছেন।

চারদিকে মুড়ি মুড়কির মতো ভূয়ো শিক্ষক বেরোচ্ছে ! একটা করে তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে, আর তাতে অযোগ্যে শিক্ষকের পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে, যে, যাঁরা যোগ্যতার বলে শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকা তাঁদের হয়েছেন, রসিকতা করে কিংবা কৌশলে, পেয়েছেন, তার উল্লেখ করে, বোঝাতে চাইছেন, যে, তাঁরা টাকা দিয়ে কিংবা রাজনৈতিক দলকে ধরে, চাকরি পাননি!

যেমন বারাসাতের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের নিৰ্দল কাউন্সিলর চৈতালি ভট্টাচার্য। নিজে শিক্ষিকা। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানতে গিয়ে, এই পোস্টে তিনি তাঁর চাকরি পাওয়ার কাউন্সিলর চৈতালি!

বছরের উল্লেখ করেছেন। ২০০৬ অর্থাৎ তখন রাজ্যের ক্ষমতায় সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার কাউন্সিলর বোঝাতে চেয়েছেন, ঝুরি ঝুরি কারচুপির এখন অভিযোগ উঠছে, কিন্তু তিনি চাকরি পেয়েছেন বাম আমলে.

চৈতালি যাঁকে ভোটে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন, তিনি তৃণমূলের হাইকোর্টের নির্দেশে যিনি গ্রুপ-সি পদে চাকরি হারিয়েছেন সদ্য! তারপরই পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে এই ধরনের কৌশলী পোস্টার দিয়েছেন ওই ওয়ার্ডের

স্কুল আছে, নেই একজনও পড়ুয়া গল্পগাছা করে বাড়ি ফেরেন দুই শিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্কুল আছে। শিক্ষকও আছেন। আমিন। দুজনই অবসরপ্রাপ্ত অতিথি শিক্ষক। এই মেনে স্কুলেও আসেন শিক্ষকরা। নিয়মমাফিক স্কুলের গেট খোলা হয়, তবে শোনা যায় না ঘন্টার শব্দ, পড়ুয়াদের কোলাহল, পড়ার আওয়াজ। ধুলো পড়ছে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে পড়ুয়াদের বেঞ্চে। পূর্ব বর্ধমানে কাটোয়া মহুকুমার কেতুগ্রাম-২ নম্বর ব্লকের বহুদিন ধরে। স্কুলের দু'জন শিক্ষক নিয়ম করে রোজ করে চলে যান।

স্কুলের দায়িত্বে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, নুরুল কেতুগ্রামের গঙ্গাটিকুড়ি জুনিয়র হাই স্কুল।

নেই শুধু স্কুলের পড়ুয়া। পড়ুয়াশূন্য এই স্কুলে নিয়ম স্কুল শতাধিক পড়ুয়া নিয়ে শুরু হলেও এবছর খাতায় কলমে একজন পড়ুয়ার নাম থাকলেও স্কুলে কোনও পড়ুয়াও আসে না।

গ্রামবাসীদের কথায় দুই জন গেস্ট টিচার স্কলের দায়িত্বে রয়েছেন। কোনও স্থায়ী শিক্ষক নেই এই স্কুলে। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় পড়ুয়াদের লেখাপড়া গঙ্গাটিকুড়ি জুনিয়র হাইস্কুলে এই অবস্থা চলছে ঠিকমত হয়না। সেই কারণেই এই স্কুলে কোনও পড়ুয়াকে ভর্তি করেন না অভিভাবকরা। স্কুলের আসেন। স্কুল খুলে অফিস রুমে বসে গল্প গুজব দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জানান, খাতায় কলমে এক জন করেন, টিফিন খান তারপর যথা সময়ে স্কুল বন্ধ পড়ুয়া থাকলেও বর্তমানে কোনও পড়ুয়া স্কুলে আসে না। সম্ভবত সঠিক পরিকাঠামো না থাকার কারণেই ২০১৩ সালে কেতুগ্রামের গঙ্গাটিকুরির মতো স্কুলের এই হাল। কেতুগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিও জনবহুল এলাকায় শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে পঞ্চম সমতি সাউ জানান, দুই জন গেস্ট টিচার এই স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য এই স্কুলের চালান, কোনও স্থায়ী শিক্ষক না থাকায় অনুমোদন দিয়েছিলেন রাজ্য সরকার। প্রায় ৩ কাঠা স্অভিভাবকরা তাদের ছেলে মেয়েদের এই স্কুলে ভর্তি জমির উপর তিনটি শ্রেণিকক্ষ, অফিস ঘর, মিড ডে করতে চাইছেন না। এমনটাই জানতে পেরেছি। ফলে মিল, রান্নার জায়গা সহ স্কুলভবন নির্মাণ করা হয়। স্থায়ী শিক্ষক না থাকায় পড়ুয়া অভাবে ধুঁকছে

মিষ্টিও কেউ খায়নি। ঠিকানা : কলকাতা ঃ সুনীল মুন্সী 200,00 সাহিত্য আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি \$60.00 রবীন্দ্র সাহিত্য বাঁশলৈ নদীর চরে সোনা

ঃ তপতী দাশগুপ্ত \$60.00 মজদুর বা টাইপিস্ট পদেও দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ।

সোমা দত্ত বণিক

কলকাতাকে নিয়ে একটি বিশেষ

এবং

ইডি'র আইনজীবী গীতার শ্লোক পর্যন্ত উল্লেখ করেন। এই অবস্থায়

গোবরডাঙ্গায় চিরন্তনের সপ্তম ন

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড নিজম্ব প্রতিনিধি : সপ্তম চিরন্তন নাট্যোসব ২০২৩ প্রথম পর্যায় ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩ (জাতীয়) ১০–১২ মার্চ উত্তর **OUR ENGLISH PUBLICATIONS** পরগনার গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে Karl Marx Remembered: Editor: Philip S. Foner অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় নাট্য Rs. 55.00 উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে Somenath Lahiri Collected Writings: Rs.15.00 উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য Rise of Radicalsm in Bengal আশীষ একাডেমী সদস্য in the 19th Century: Satyendranath Pal Rs. 190.00 বিভিন্ন চট্টোপাধ্যায় সহ Peasant Movement in India 19th-20th Centuries: Sunil Sen Rs. 90.00 নাট্যব্যক্তিত্ব। প্রেসক্লাবের Political Movement in Murshidabad সম্পাদক স্বপন কুমার দাস 1920-1947 : Bishan Kr. Gupta Rs. 85.00 উদ্বোধনী (নাট্যব্যক্তিত্ব)। Forests and Tribals: N. G. Basu Rs. 70.00 অনুষ্ঠানের সূচনা হয় একটি Essays on Indology বিশেষ নৃত্যের মধ্যে দিয়ে, যার Birth Centenary tribute to Mahapandita পরিচালনায় ছিলেন ভবেশ Rahula Sankrityayana: মজুমদার। উদ্বোধনী দিনে সম্পূর্ণ Editor. Alaka Chattopadhyaya Rs. 100.00 অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন মনীযা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড রেডিও এবং টেলিভিশন শিল্পী



নাট্য ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধিত করছেন শিক্ষক বিধান রায়।

কবিতা সংকলন তিনি পরিবেশন তারপরেই মঞ্চস্থ হয় 'নাবিক নাট্যমের পাখি' নাটকটি, যার পরিচালনায় ছিলেন জীবন অধিকারী। প্রথম দিনের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ইমন মাইম সেন্টারের মুকাভিনয় 'চলুন ভাবি'।

চিরন্তন জাতীয়

ছিল চিরন্তন প্রযোজিত সাধারণ বিভাগের নাটক 'নির্যাতন', যার রচনা. নির্দেশনা এবং অভিনয়ে ছিলেন অজয় দাস। এছাড়া কাঞ্জিলাল, বিপ্লব মোদক, কৌশিক দাস, স্থপন বল, লক্ষণ বিশ্বাস এবং শিশু

উৎসবের দ্বিতীয় দিনের ঝুলিতে শিল্পী অদ্রীশ দাস ভালো অভিনয় করেন। বধু নির্যাতনের ওপরে নাটকটি নিৰ্মিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই নাটকে পতি নির্যাতনের বিষয়টিও নাট্যকার সুচারুভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া এই নাটকে আরো যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে

দিশা, মোহনা, জুয়েল, শুভ, শায়ন, অন্বেষা, নাটকটি দর্শক সাধারনের কাছে খুবই উপভোগ্য এবং মনোগ্রাহী হয়। দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় নাটক 'একটি রাজনৈতিক স্বপ্ন' পরিবেশন করে গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম। এদিনের তৃতীয় তথা শেষ নাটক মঞ্চায়িত হয় বিহারের পাটনা থেকে আগত রং রূপ প্রযোজনা হিন্দি নাটক 'পন্দা ফিট লম্বি দুনিয়া', যার পরিচালনা এবং অভিনয়ে ছিলেন আঞ্জাকুল হক।

অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল তিনটি নাটক 'মৃচ্ছকটিকের আগুনের চিঠি', পরিচালক শুভাশিস ব্যানার্জি, চাঁদপাড়া আ্যক্টো পরিবেশন করে 'পাকে বিপাকে', পরিচালক সুভাষ চক্রবর্তী। এদিনের সর্বশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় একটি

আমার ভালোবাসা', পরিচালনায় সোমা প্রযোজনা খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি। এই নাট্য উৎসবের তৃতীয়

অর্থাৎ শেষদিন বিকেল পাঁচটায়

পুতুল নাটক 'আমার প্রকৃতি

একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল 'মাইন্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ং আর্টিস্ট ইন থিয়েটার'। বক্তাগণ ছিলেন নাট্যকার, পরিচালক শ্রী শুভাশিস ব্যানার্জি, প্রফেসর প্রশান্ত দে, নাট্যব্যক্তিত্ব জীবন তৃতীয় অর্থাৎ শেষদিনের অধিকারী। এই আলোচনা সভার সঞ্চালক ছিলেন দলের নাট্যকার পরিচালক অজয় দাস। এই তিনদিনের জাতীয় নাট্য উৎসবে উপরি পাওনা হিসেবে ছিল মুখোশ এবং নাট্যচিত্র প্রদর্শনী, যার ভাবনা এবং পরিকল্পনায় ছিলেন সুতপা কর্মকার এবং গর্বিতা দাস। ২৩ মাচ. ২০২৩/কলকাতা COMMON!

সমঝোতার ७७ হতে চিনের শান্তি প্রস্তাব

মস্কো, ২২ মার্চ ঃ চিনের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনা ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনার ভিত্তি হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আজ মঙ্গলবার ক্রেমলিনে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর এক যৌথ বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি। পুতিন বলেন, যখন পশ্চিম ও কিয়েভ প্রস্তুত থাকবে, তখন ইউক্রেন যুদ্ধ নিষ্পত্তিতে চিনের দেওয়া শান্তি পরিকল্পনার অনেক শর্ত ভিত্তি হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। তিনি আরও বলেন. সির সঙ্গে তাঁর বৈঠকে এই শান্তি পরিকল্পনা ব্যাপক গুরুত্ব পেয়েছে।

সোমবার দুই দিনের সফরে মস্কো যান সি চিন পিং। আজ ছিল সফরের শেষ দিন। আজ বৈঠক শেষে যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন দুই শীর্ষ নেতা। ঘোষণা দুটির একটির বিষয়বস্তু চিন ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিকল্পনা। অপরটি দুই দেশের সম্পর্ক আরও পরিকল্পনা নিয়ে। স্বাক্ষর শেষে সংবাদ সম্মেলনে যৌথ বিবৃতি পড়ে শোনান পুতিন ও শি। শুরুতেই রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, রাশিয়ার অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে চিনের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা। রাশিয়ার বিদেশি



বৈঠক শেষে যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন ফটো ঃ রয়টার্স

বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে চিন নেতৃত্বস্থানে রয়েছে। রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল আমদানিতে চীন শীর্ষে রয়েছে উল্লেখ করে বলেন, জ্বালানিসহ অর্থনীতি, যোগাযোগ હ খাতগুলোতে বেইজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন এ ছাডা মস্কো। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এগিয়ে নিতে কাজ করবে দুই দেশ।

পুতিনের পর সংবাদ সম্মেলনে যৌথ বিবৃতি পড়ে শোনান সি চিন পিং। তিনি বলেন, মস্কোয় পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে পেরে তিনি খুব

খুশি। ঐতিহ্যবাহী আতিথেযতা ও উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য রুশ প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদও জানান তিনি। পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক খোলামোলা ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল বলে জানান চিনের প্রেসিডেন্ট। শি বলেন, তিনি ও পুতিন ১০ বছরের বেশি সময় ধরে একে অপরকে সমর্থন করে আসছেন। আর এটা ভবিষ্যতে চালিয়ে যাবেন। দুই দেশের বাণিজ্যের বিষয়ে সি বলেন, তিনটি খাতকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর নজর দেওয়া হবে। সেগুলো হলো, জ্বালানি বাণিজ্য, কাঁচামাল বাণিজ্য ও

ইলেকট্রনিক বাণিজ্য। বেইজিংয়ের

প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার বিষয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট বলেন, গত মাসে ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে চিন তার অবস্থান প্রকাশ করেছে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, আমরা নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে রাষ্ট্রসংঘের সনদ মেনে চলছি। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম রাশিয়া সফরে গেলেন শি

চিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর দেশের বাইরে প্রথম পা রাখলেন তিনি। রাশিয়া সফরে গিয়ে চলতি বছরেই ভ্লাদিমির পুতিনকে

যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের অবসান চায় ना হরান

তেহরান, ২২ মার্চ ঃ ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি অভিযোগ করে বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান চায় না যুক্তরাষ্ট্র। তিনি বলেন, যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করেছে পশ্চিমা জোট। মঙ্গলবার মাশহাদে এক বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আসলে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু করেছে। আমেরিকা পূর্বে ন্যাটো সম্প্রসারণের জন্য এই যদ্ধের ভিত্তি তৈরি করে। খামেনি বলেন এখন ইউক্রেন যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তিনি বলেন, ইউক্রেনের দরিদ্র জনগণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অথচ মার্কিন যক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র প্রস্তুতকারী



আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি সংস্থাগুলো সুবিধা নিচ্ছে। তাই তারা যুদ্ধ শেষ করার পথে হাঁটছে না। সর্বোচ্চ এ নেতা তেহরানের অবস্থানের ওপর জোর দিয়ে বলেন, যুদ্ধে তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। ইউক্রেন যুদ্ধে

রাশিয়ার সমর্থনে ড্রোন দেওয়ার

খামেনি গত জুলাই মাসে, তেহরান সফরের সময় ভ্লাদিমির পতিনকে বলেছিলেন, রুশ প্রেসিডেন্ট উদ্যোগ না নিলে ন্যাটো যুদ্ধ শুরু করতো। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং পুতিনের থাকা অবস্থায় মঙ্গলবার ইরানের এই নেতা এসব কথা বলেছেন। শি দ্বিতীয় দিনের আলোচনার সময়ও. ন্যাটোপ্রধান জেনস স্টলটেনবার্গ রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহের বিরুদ্ধে চিনকে সতর্ক

বিষয়টিও অস্বীকার করেন তিনি। করেন। চিনের শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তাব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতির আহ্বান অগ্রহণযোগ্য বিষয়।এ সঙ্গে আলোচনার জন্য মস্কোয়় মাসের শুরুর দিকে চিন, ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে একটি বহুল প্রত্যাশিত চুক্তির মধ্যস্থতা করে। জিনপিং এক বছর ধরে চলা যুদ্ধ যার ফলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ৭ বছর বন্ধে একটি রাজনৈতিক নিম্পত্তির পর তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রস্তাব করেছেন। শি ও পুতিনের পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়। এর অঞ্চলে একটি নতন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম

নিহতের সংখ্যা

ইসলামাবাদ, ২২ মার্চ পাকিস্তানে খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ভূমিকম্পে নিহত মানুষের সংখ্যা বে। ১-এ দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন ৪৪ জন। প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হতাহতের এ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। মঙ্গলবার আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তে ৬ দশমিক ৫ মাত্রার এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্য অনুযায়ী. আফগানিস্তানের উত্তর– পূর্বাঞ্চলের জুরম এলাকার কাছে ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল। এর গভীরতা ছিল ১৮৭ কিলোমিটার।

পাকিস্তানের স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৪৭ মিনিটের দিকে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। একে খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া দেশটির লাহোর, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি, কোয়েটা, পেশোয়ার, লাক্কি মারওয়াত, সোয়াবি, পারাচিনার, নওশেরা, কোহাত, স্কারদু, তোবা, টেক সিং, খানেওয়াল, ডিজি খান, ভাওয়ালপুর এবং আরও কিছু



ভূমিকম্পে আতঙ্কিত লাহোরের একটি রাস্তা।

ভূমিকস্পের পর পাকিস্তানের পাখতনখাওয়া প্রদেশের

হাসপাতালগুলোতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রদেশ জুড়ে উদ্ধার অভিযান

অব্যাহত আছে। ভূমিকম্প-পরবর্তী কয়েকটি কম্পনও অনুভূত হয়েছে। পুলিস পাখতুনখাওয়ার লোয়ার দির জেলার তিমেরগারা এলাকার

হাসপাতালে সাতজনকে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের বেশির ভাগই আতঙ্কে ছুটোছুটি করার সময় আহত সোয়াত পূলিসপ্রধান শফিউল্লাহ গান্দাপুর বলেছেন, মাদিয়ান শহরে ঘরের ছাদ ধসে এক কিশোরী নিহত হয়েছে। ওই পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেছেন, উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার খবর পেয়েছেন তাঁরা। ওই এলাকায় কমপক্ষে

১৫০ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল আছে। ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিভির বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন এবং ফ্ল্যাটে ফাটল দেখা গেছে। এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল. ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ও কাশ্মীর থেকেও এ কম্পন অনুভূত হয়েছে।

ফটো ঃ এএফপি

সবজির ঘাটতিতে ব্রিটেনে বেড়েছে মূল্যস্ফীতি

লন্ডন, ২২ মার্চ ঃ রাশিয়া-

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি দেখা যায় ব্রিটেনে। দেশটিতে পণ্যের দাম কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। সবজির ঘাটতির কারণে গত মাসে ব্রিটেনে প্রত্যাশার চেয়ে মূল্যস্ফীতি বে।ছেে, যা ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রতিবেদনে বলা হয়. ফেব্রুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৪ শতাংশে। জানুয়ারিতে এই হার ছিল ১০ দশমিক এক শতাংশ। অ্যালকোহলের দাম বেড়ে যাওয়ায় পরিবারগুলোর খরচ আরও বেডেছে। এই সময়ে পোশাকের দামও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে, বিশেষ করে শিশু ও নারীদের ক্ষেত্রে। তবে জ্বালানি তেলের দাম নিমুমুখী রয়েছে। বৃহস্পতিবার ব্রিটেনে নতুন করে সুদের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত আসতে পারে। তার আগে মূল্যস্ফীতির এমন পরিসংখ্যান সামনে এল।ব্যাংক অব ইংল্যান্ড সুদের হার বা।াতে অথবা কমাতে বা একই রকম রাখতে পারে। গত কয়েক মাস ধরে মৃল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নানা ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে সুদের হার বাড়িয়েই চলেছে ব্যাংকটি। তাদের প্রধান লক্ষ্য হলো ঋণকে ব্যয়বহুল করা। ব্যয়ে মানুষকে নিরুৎসাহিত করতেই এই পদক্ষেপ।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতী ছত্রাকের সংক্রমণ নিয়ে নতুন উদ্বেগ ওয়াশিংটন, २२ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণঘাতী একটি সংক্ৰমণ ছড়িয়ে ছত্রাকের ছত্রাকটির পড়েছে। ক্যানডিডা অরিস। দেশটির রোগ

নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) জানিয়েছে, ছত্রাকটির ছড়ানোর হার উদ্বেগজনক। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এই ছত্রাকে সংক্রমিত হন ৭৫৬ জন। এ বছর ছত্রাকে সংক্রমিত হয়েছেন ১ হাজার ৪৭১ জন। চিকিৎসকেরা বলছেন, সুস্থ

কারও ক্যানডিডা অরিসে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি কম। তবে যাঁদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল ভেন্টিলেটর অথবা ক্যাথেটারের মতো ডিভাইস ব্যবহার করেন, তাঁরা সংক্রমিত হলে গুরুতর অসুস্থ বা মৃত্যুর ঝুঁকি আছে। যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগের শরীরে ছত্রাকের ওষুধ কাজ করে না। এ কারণেই ক্যানডিডা অরিস ছত্রাককে আর্জেঃট আন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স থ্রেট হিসেবে বর্ণনা করছে সিডিসি। ইতিমধ্যে ছত্ৰাকটিতে সংক্রমিত হয়ে অনেক রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ ছাড়া বয়োজ্যেষ্ঠ রোগীরা প্রবীণদের বিশেষায়িত চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি আছেন।

অনুযায়ী, ছত্রাকটিতে সংক্রমিত হয়ে তিন রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়। তাঁদের একজন মারা গেছেন। সিডিসির এই প্রকাশ হয়েছে অব ইন্টারনাল আানালস মেডিসিন নামের একটি জার্নালে। তাতে বলা হয়েছে, ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবার ক্যানডিডা অরিসের সংক্ৰমণ হয়েছিল। এরপর কয়েক বছর সংক্রমণের তথ্য ছিল না। তবে ২০২১ ও ২০২২ সালে ছত্রাকটির সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে শুরু করে।

প্রতিবেদন

সিডিসির

পার্লামেন্টে যৌথ অধিবেশন বুধবার

ইমরানের মামলায়

ইসলামাবাদ, ২২ মার্চ 8 পাকিস্তান পার্লামেন্টের উচ্চ বি**শে**ষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে বুধবার। তবে এই অধিবেশন কোনো কারণ উল্লেখ ম্পিকারের কার্যালয়। অবশ্য এই অধিবেশন থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এপিপির খবরে বলা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, দেশের চলমান অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনায় গুরুত্ব পাবে। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা এতে উপস্থিত থাকবেন। রাজধানী ইসলামাবাদে বধবার যখন

বসছে, তখন পূর্বাঞ্চলীয় শহর লাহোরে বড সমাবেশ করবে পিটিআই। আগাম নির্বাচনের দাবিতে সরকারবিরোধী আন্দোলনে অন। ইমরান খানের দল। তিনি বলছেন, সরকার ও সামরিক বাহিনী নভেম্বরের নির্বাচনে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিতে চায় না। যদিও উভয়ই এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এদিকে জিও নিউজের খবরে বলা হয়, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির চার মামলায় জামিন পেয়েছেন পাকিস্তান তেহরিক– ই–ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান ও দেশটির সাবেক

পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। সন্ত্রাসের অভিযোগে ইসলামাবাদে দায়ের করা দটি মামলায় গ্রেপ্তার এডাতে জামিনের জন্য গতকাল মঙ্গলবার লাহোর হাইকোর্টে যান তিনি। শুনানি শেষে বিচারপতি শেহবাজ রিজভি ও বিচারপতি ফারুক হায়দার ২৭ মার্চ পর্যন্ত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের অ্যাবোটাবাদে গত একটি গাড়িতে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। গুলি ও গাড়ির জ্বালানি ট্যাংকের বিস্ফোরণে ইমরান খানের দলের ১ নেতাসহ ১০ জন নিহত হয়েছেন।

হুশিয়ারি দিল পুতিন

ইউরেনিয়াম–সমৃদ্ধ ব্রিটেন দেবে

লন্ডন, ২২ মার্চঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সতর্ক করে বলেন, ব্রিটেন যদি ইউক্রেনকে ইউরেনিয়াম-সমৃদ্ধ গোলাবারুদ ও ট্যাংক সরবরাহ করে, তাহলে মস্কো এর কঠোর প্রতিক্রিয়া জানাবে। মঙ্গলবার ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অ্যানাবেল গোল্ডি নিশ্চিত করেন যে চ্যালেঞ্জার টু যুদ্ধ ট্যাংকের পাশাপাশি ইউক্রেনে পাঠানোর সামরিক জন সহায়তা প্যাকেজের অংশ হিসেবে ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়ামও রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুতিন ব্রিটেনের উদ্দেশে এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ

মঙ্গলবার ক্রেমলিনে চিনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে পুতিন সাংবাদিকদের বলেন, ব্রিটেন... ইউক্রেনে শুধু ট্যাংক সরবরাহের ঘোষণাই দেয়নি, ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়ামের শেল দেওয়ারও

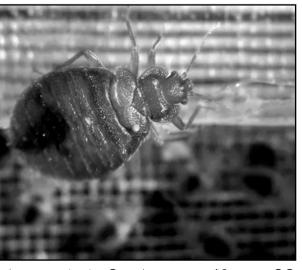
বাধ্য হবে। বিস্তারিত কিছু না জানিয়ে পুতিন বলেন, এসব যদি ঘটে তাহলে রাশিয়াকে সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে। পশ্চিমীরা ইতিমধ্যে সন্মিলিতভাবে পারমাণবিক উপাদানসহ অস্ত্র ব্যবহার শুরু করেছে। গোলাবারুদ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে অ্যানাবেল গোল্ডি সোমবার বলেছিলেন, ইউক্রেনকে চ্যালেঞ্জার টু প্রধান যুদ্ধ ট্যাংকের একটি স্কোযাড্ৰন দেওয়ার ডিপ্লিটেড পাশাপাশি আমরা ইউরেনিযামযুক্ত বর্ম–ছিদ্রকারী রাউভসহ গোলাবারুদ সরবরাহ করব। এসব গোলাবারুদ আধুনিক ট্যাংক ও সাঁজোয়া পরাজিত করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ঘোষণা দিয়েছে। যদি এটি ঘটে, পারমাণবিক তবে রাশিয়া প্রতিক্রিয়া জানাতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার একটি উপজাত। এটি সহজেই ইস্পাত ভেদ করতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশগত কর্মসূচি ধরনের রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় বিষাক্ত ভারী ধাতু হিসেবে বর্ণনা করেছে। তবে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পুতিনের এই সতর্কতা নাকচ করে বর্ম-ছিদ্রকারী শেলগুলো কয়েক দশক ধরে আদর্শ সরঞ্জাম হিসেবেই ছিল। পারমাণবিক অস্ত্র বা সক্ষমতার ব্যাপারে কিছুই করার নেই। এই গোলাবারুদকে মন্ত্ৰণালয় পারমাণবিক উপাদানসহ অস্ত্র হিসেবে বর্ণনা করে ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য রাশিয়াকে বলছে, রাশিয়া এটা জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করার চেষ্টা

ছারপোকায় অতিষ্ঠ কানাডার যে শহরের মানুষেরা

টরেন্টো, কানাডার ঝাঁ–চকচকে শহর টরেন্টো। নির্মল প্রকৃতি আর আধনিক স্যোগ–স্বিধার মিশেল শহরটিকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করেছে। সারি সারি সুউচ্চ ভবন যেন মেট্রোপলিটন এ শহরের আভিজাত্যের প্রতীক। এসবের মধ্যেও ছোট একটি জিনিস টরন্টোবাসীর কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা হলো ছারপোকা।কানাডার যেসব শহরে সবচেয়ে বেশি ছারপোকার বিস্তার রয়েছে, তার একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকায়

তালিকায় শুরুতে রয়েছে টরন্টো। তালিকাটি প্রকাশ করেছে অরকিন কানাডা নামের একটি প্রতিষ্ঠান। কীটপতঙ্গ দূর করার সেবা দেয় প্রতিষ্ঠানটি। সবচেয়ে বেশি ছারপোকা রয়েছে, এমন শহরের তালিকা প্রতিবছর প্রকাশ করে অরকিন কানাডা। মঙ্গলবার ২০২২ সালের তালিকা প্রকাশ হয়েছে। প্রতিরোধে সবচেয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে এবং চিকিৎসা নিয়েছেন,



ছোট্ট ছারপোকা টরন্টোবাসীর কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতীকী ফটো ঃ এএফপি

শীর্ষে রয়েছে টরন্টোর নাম। মানুষের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে পরপর তিন বছর ধরে এ ২৫টি শহরকে এবারের তালিকায় রেখেছে অরকিন কানাডা। তালিকায় টানা তিন বছর ধরে শীর্ষে রয়েছে টরন্টো। টরন্টোর পরের অবস্থানে আছে যথাক্রমে ভ্যাক্ষভার, সাডব্যারি, ওশাওয়া ও অটোয়া। শীর্ষ দশের অন্য ৫টি শহর যথাক্রমে স্কারব্রট, সল্ট সেট. মেরি, লন্ডন (অন্টারিও), সেন্ট জনস ও হ্যামিলটন। প্রথম ১০টি শহরের ৮টিই অন্টারিও রাজ্যের। তালিকায় আরও রয়েছে বড় শহর উইনিপেগ, মন্ট্রিল, উইন্ডসর, ক্যালগেরির নামও। অরকিন কানাডার কীটতত্ত্ববিদ সিনিয়া বলেন. ছারপোকাগুলো খালি চোখে দেখা যায়। তবে এগুলো দ্রুত লুকিয়ে পড়তে পারে। এদের নিযন্ত্রণ করা বেশ কঠিন। অ্যালিস সিনিয়া জানান, শুধু বা।তে বিছানার কোনায় কোনায় নয়, বরং ট্যাক্সি, বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজেও ছারপোকা রয়েছে। মানুষ যখন ভ্রমণ করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে এগুলোও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ছারপোকা থেকে মুক্তির উপায় সচেতনতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।

ইউপি

ওয়ারিয়র্সকে

হারিয়ে লিগ

ক্যাপিট্যালস

মুম্বাই, ২২ মার্চ ঃ লিগের

একেবারে শেষ ম্যাচে

নির্ধারিত হল চূড়ান্ত

ক্রমতালিকা। কারা লিগ

চ্যাম্পিয়ন হবে, তা টের

পাওয়া যায়নি আগে থেকে।

পর্যন্ত। বোঝাই যাচ্ছে যে,

চলতি উইমেন্স প্রিমিয়র

লিগে লড়াই জমে ওঠে

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স

জায়ান্টস যে টুর্নামেন্ট থেকে

ছিটকে যাচ্ছে, তা স্থির হয়ে

প্রথম ম্যাচে মুম্বাই পরাজিত করে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স

টেবিলের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার

করে। পরে শেষ ম্যাচে দিল্লি

যায় সোমবার। মঙ্গলবার

ব্যাঙ্গালোরকে এবং লিগ

ক্যাপিটালস হারিয়ে দেয়

ইউপি ওয়ারিয়র্জকে। ফলে তারা পুনরায় মুম্বাইকে

টপকে এক নম্বরে উঠে

নম্বরে থেকে সরাসরি

পেয়ে যায় দিল্লি

ফাইনালের টিকিট হাতে

ক্যাপিটালস। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স

লিগের অভিযান শেষ করে

দ্বিতীয় স্থানে থেকে। তাদের

লড়াইয়ে নামতে হবে তৃতীয়

ওয়ারিয়র্জের বিরুদ্ধে। অথচ

শুরু থেকেই মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স

একতরফা দাপট দেখিয়ে

টেক্কা দেয় কাৰ্যত শেষ

আসে লিগ টেবিলে। দিল্লি

দিল্লি ও মুম্বাই, উভয়

দলই নিজেদের ৮টির মধ্যে

৬টি করে ম্যাচে জয় তুলে

করে ম্যাচে। দু'দলের পয়েন্ট

থাকে ক্যাপিটালস। অন্যদিকে ইউপি ওয়ারিয়র্জ ৮টি

ম্যাচের মধ্যে ৪টি জেতে ও

৪টি হারে। তারা সাকুল্যে ৮

আরসিবি ও গুজরাট জেতে মাত্র ২টি করে ম্যাচ। তারা

উদ্বোধনী মরশুমে ৬টি করে

উইমেন্স প্রিমিয়র লিগের

১. দিল্লি ক্যাপিটালস ঃ

ম্যাচ-৮, জয়-৬, হার-২,

পয়েন্ট-১২ (নেট রান-রেট

২. মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ঃ

ম্যাচ-৮, জয়-৬, হার-২,

পয়েন্ট-১২ (নেট রান-রেট

৩. ইউপি ওয়ারিয়র্জ ঃ

ম্যাচ-৮, জয়-৪, হার-৪,

পয়েন্ট–৮ (নেট রান–রেট ঃ

৪. রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স

জয়–২, হার–৬, পয়েন্ট–৪

(নেট রান–রেট ঃ–১.১৩৭)

ম্যাচ-৮, জয়-২, হার-৬,

পয়েন্ট-৪ (নেট রান-রেট ঃ

৫. গুজরাট জায়ান্টস ঃ

ব্যাঙ্গালোর ঃ ম্যাচ-৮,

ঃ ১.৮৫৬)

\$ 3.933)

-0.200)

-২.২২০)

পয়েন্ট সংগ্রহ করে।

ম্যাচে পরাজিত হয়।

চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল ঃ-

নেয়। পরাজিত হয় ২টি

সংখ্যা দাঁড়ায় ১২। তবে

নেট রান-রেটে এগিয়ে

এবার এলিমিনেটরের

স্থানে থাকা ইউপি

সুতরাং লিগ টেবিলের ১

ব্যাঙ্গালোর ও গুজরাট

কতটা।

উত্তেজনা জিইয়ে থাকে শেষ

চ্যাম্পিয়ন

দিল্লি

তিনটি ফরম্যাটে ব্যবহার করা হলে সমস্যা বাড়বে, উমরান–শামিদের জন্য শাস্ত্রীর পরামর্শ

মুম্বাই, ২২ মার্চঃ গতি দিয়ে সবার নজর কেড়ে নিয়েছেন উমরান মালিক। ব্রেট লি-র মতো প্রাক্তন অজি তারকা বলেছেন, দল তিনি গড়লে উমরান মালিককে প্রথম রাখতেন। উমরান মালিককে সুযোগ দেওয়ার কথা বলছেন দেশেবিদেশের প্রাক্তন তারকারা। ভারতের নতুন ম্পিডস্টারকে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, সেই সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছেন রবি শাস্ত্রী।

শুধু উমরান মালিক নন, অন্য তারকা বোলারদেরও বাঁচিয়ে রাখার কথা বলছেন কাতারে অনুষ্ঠিত লিজেন্ডস লিগ ছিলেন সাংবাদিক বৈঠকে শাস্ত্রী ভারতের স্পিড স্টার উমরান মালিক



প্রসঙ্গে বলেছেন, ওকে সেট আপের অংশ হিসেবে দেখতে চাই আমি। উমরান কীভাবে পারফর্ম সেটা দেখবে ম্যানেজমেন্ট। সঠিক সময়ে তরুণ

খেলোয়াড়কে প্রয়োগ করা হবে। আদর্শ উদাহরণ হল মহম্মদ সব ফরম্যাটে ব্যবহার করা হয়েছে।

২০২২ সালে দেশের হয়ে

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আবির্ভাব ঘটে উমরান মালিকের। ২২টি উইকেট নেন তিনি। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জাতীয় দলের হয়েও সুযোগ পাননি উমরান। ভারতের এই গতিদানবকে আসল সময়ের জন্য তৈরি রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন শাস্ত্রী। ভারতের হেড কোচ বলছেন, ইউ হ্যাভ টু সেভ হিম, ইউ হ্যাভ টু সেভ শামি। তিনটি ফরম্যাটেই যদি খেলানো হয়, তাহলে তো সমস্যা বাড়বে। যে ফরম্যাটে শামি, সিরাজ খেলছে না, সেখানে সুযোগ দেওয়া হোক উমরান মালিককে। প্রত্যেককে তৈরি থাকতে হবে। প্রত্যেককে তৈরি রাখতে হবে। বুমরাহর এখন চোট, ফলে ওর বিকল্প তৈরি রাখা জরুরি। এটা

বিরাটকে পরামর্শ শোয়েব আখতারের

২২ মার্চ ঃ বিরাট কোহলির জন্য পরামর্শ প্রাক্তন পেসার পাকিস্তানের শোয়েব আখতারের। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টেস্ট সেঞ্চুরির খরা কাটিয়েছেন কোহলি। শোয়েব আখতার যা বলছেন, তা মেনে চললে একশোয় একশো কোনও ব্যাপারই নয় বিরাট কোহলির কাছে। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের পরামর্শ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট না খেলে টেস্ট ও ওয়ানডে ফরম্যাটে মন দিক কোহলি। তাহলে এনার্জি সঞ্চিত রাখতে পারবেন বিরাট। এনার্জি বাঁচিয়ে রেখে টেস্ট ও ওয়ানডে ক্রিকেট বেশি করে খেললে সেঞ্চুরিও আসবে। যত বেশি টেস্ট খেলবেন, তত বেশি

অজিদের বিরুদ্ধে টেস্টে সেঞ্চরি পেলেও, ওয়ানডে সিরিজে রানে নেই কোহলি। শোয়েব আখতার ভারতের রান মেশিন কোহলিকে পরামর্শ দিয়ে বলছেন, ক্রিকেটার হিসেবে যদি



আমাকে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে বলব বিরাট যেন টেস্ট এবং ওয়ানডে ফরম্যাটেই খেলে। টি– টোয়েন্টিতে এনার্জি ক্ষয় হয় ওর। যদিও টি–টোয়েন্টিতে খেলতে পছন্দ করে কোহলি। কিন্তু ওর শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ৩৪? আরও ৬-৮ খেলতে পারে বিরাট। যদি ৩০– ৫০ টা টেস্ট ম্যাচ খেলে, তাহলে এই টেস্টগুলো থেকে ২৫টা সেঞ্চরি কোহলি করতেই

নরেন্দ্র স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি ইনিংসে করার আগে ৪১টি পাননি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭৫টি শতরানের মালিক তিনি। ২৮টি সেঞ্চুরি কোহলির। আহমেদাবাদে সেঞ্চুরি করার আগে কোহলি টেস্ট ম্যাচে শেষ বার সেঞ্চরি করেছিলেন ইডেন গার্ডেন্সের পিংক বল টেস্টে। তার পরই ব্যাড প্যাচ চলতে থাকে কোহলির কেরিয়ারে। এশিয়া কাপে টি–টোয়েন্টি ফরম্যাটে

সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কোহলি। পরে ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করেন বিরাট। আর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে শতরানের খরা কাটান কোহলি। শোয়েব আখতার বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেট চালিয়ে

যেতে হলে ফিটনেস ও মানসিক স্বাস্থ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ও খুবই শক্তিশালী। ক্রিকেট নিরন্তর চিন্তাভাবনাও কোহলি। একশোটি সেঞ্চুরির মাইলস্টোন ছুঁতে হলে ওকে ফোকাসড থাকতে হবে। বিরাট কোহলি ও বাবর আজমের মধ্যে তলনা বন্ধ হওয়া দরকার। দু' জনেই গ্রেট প্লেয়ার। এশিয়ায় কোহলি ও বাবরের থেকে আর বড় ক্রিকেটার কে আছে? কেউই নেই। দ'জনকে নিয়ে আলটপকা মন্তব্য করা হয় নজর কাড়ার জন্য। এই ধরনের মন্তব্য

মার্চের শেষ সপ্তাহে মাঠে নামছেন মেসি, রোনাল্ডো!

জুরিখ, ২২ মার্চ ঃ বিশ্বকাপের পরে আবার আন্তর্জাতিক ফুটবল ফিরছে। এক দিকে প্রীতি ম্যাচ। অন্য দিকে ২০২৪ সালের ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব। আরও এক বার দেশের জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে লিয়োনেল মেসি. ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, কিলিয়ান এমবাপেদের। কবে কবে, কার বিরুদ্ধে খেলবেন তাঁরা?

মার্চের শেষ আর্জেন্টিনার দু'টি প্রীতি ম্যাচ রয়েছে। ২৪ মার্চ পানামার বিরুদ্ধে খেলবে তারা। পরের খেলা ২৮ মার্চ। প্রতিপক্ষ কুরাসাও। দু'টি ম্যাচেই খেলার কথা মেসির। প্রীতি ইতিমধ্যেই খেলতে

আর্জেন্টিনায় গিয়েছেন লিয়ো। অন্য দিকে ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলতে নামবে পর্তুগাল দলের কোচ রবার্তো মার্তিনেস জানিয়েছেন, আরও এক বার জাতীয় দলের হয়ে খেলতে নামবেন রোনাল্ডো। ফুটবলারের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ইউরো কাপের দলে রেখেছেন মার্তিনেস। মার্চের শেষ সপ্তাহে দু'টি ম্যাচ রয়েছে পর্তুগালেরও। ২8 মার্চ লিচেনস্টেইনের বিরুদ্ধে খেলবে পর্তুগাল। তাদের পরের ম্যাচ ২৭ মার্চ। প্রতিপক্ষ লুক্সেমবার্গ।

এ ছাড়া ইটালি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম,



মতো দেশও খেলতে নামছে মার্চের শেষ সপ্তাহে। কবে, কার খেলা এক

২৪ মার্চ ঃ ইটালি বনাম ইংল্যান্ড (ইউরো কাপের যোগ্যতা

ডেনমার্ক বনাম ফিনল্যান্ড (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক

পর্তুগাল বনাম লিচেনস্টেইন (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক

আর্জেন্টিনা বনাম পানামা

২৫ মার্চ ঃ ফ্রান্স নেদারল্যান্ডস (ইউরো যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ)

চেক প্রজাতন্ত্র বনাম পোল্যান্ড (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক

সুইডেন বনাম বেলজিয়াম (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক

২৬ মার্চ ঃ স্পেন বনাম নরওয়ে (ইউরো কাপের যোগ্যতা

ইংল্যান্ড বনাম ইউক্রেন (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক

ক্রোয়েশিয়া বনাম ওয়েলস (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক

মরক্কো বনাম ব্রাজিল (প্রীতি

লুক্সেমবার্গ বনাম পর্তুগাল (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক

(ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক

ম্বাচ'

২৮ মার্চ ঃ নেদারল্যান্ডস

বনাম জিব্রাল্টার (ইউরো কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ) আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র বনাম

ফ্রান্স (ইউরো কাপের যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক ম্যাচ)

(প্রীতি ম্যাচ)

২৯ মার্চ ঃ স্কটল্যান্ড বনাম ম্পেন (ইউরো কাপের যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক ম্যাচ)

তুরস্ক বনাম ক্রোয়েশিয়া (ইউরো ২৭ মার্চ ঃ মাল্টা বনাম ইটালি কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ)

বেয়ারস্টোকে ছাড়াই নামছে পাঞ্জাব কিংস

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ এগিয়ে আসছে আইপিএল। কিন্তু তার আগেই দেওয়াল লিখন পডে তারকা ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার বেয়ারস্টোকে টুৰ্নামেন্টে পাবে না পাঞ্জাব। ফলে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বড় ধাক্কা পাঞ্জাব কিংস শিবিরে। পুরোদম্ভর সুস্থ হয়ে অ্যাশেজে নামবেন বেয়ারস্টো, আইপিএলে কারণে খেলবেন না ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার।

উল্লেখ্য ১৬ জুন শুরু হবে অ্যাশেজ। সেখানে বেয়ারস্টোকে দেখা যাবে। তার আগে ১ জুন আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ রয়েছে ইংল্যান্ডের। সেই টেস্টেও দেখা যেতে পারে বেয়ারস্টোকে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে গলফ বেয়ারস্টো। অস্ত্রোপচারের পরেই স্থির হয়ে গিয়েছিল ২০২২ সালে আর মাঠে ফেরা সম্ভব নয় বেয়ারস্টোর পক্ষে। গত বছরে ১৯টি ইনিংসে ১০৬১



রান করেন বেয়ারস্টো। ছ'টি সেঞ্চরি হাঁকান তিনি। ২০২২ সালের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই চোট ছিটকে দেয় জনি বেয়ারস্টোকে। যদিও তাতে সমস্যা কিছু হয়নি ইংল্যান্ডের। বেয়ারস্টোকে ছাড়াই টি– টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যান্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড। আসন্ন আইপিএলে বেয়ারস্টোকে না পাওয়ার ফলে বিকল্প খুঁজতে হবে পাঞ্জাবকে।

কিংসকে পাঞ্জাব বিকল্প কাউকে খুঁজে তারকার নিতে হবে।

বেয়ারস্টোর উপরেই নির্ভরশীল ছিল পাঞ্জাব, বাহুল্য। নিলামে যে বিদেশিরা অবিক্রিত থেকে গিয়েছেন. তাঁদের মধ্যে থেকেই বেয়ারস্টোর

মেসির চুক্তি পুনর্নবীকরণ নিয়ে নিশ্চিত নয় পিএসজি

প্যারিস, ২২ মার্চ ঃ বর্তমান প্রস্তাবও। ফলে চুক্তি শেষ হযে় মিয়ামি, আল হিলালের মতন ফুটবল বিশ্বের অন্যতম কিংবদন্তি ফুটবলার আর্জেন্তিনার লিওনেল মেসি। গত বছরেই দেশকে নেতৃত্ব জিতিয়েছেন ফুটবল বিশ্বকাপের ট্রফি। দীর্ঘ ৩৬ বছরের খরা কাটিয়েছেন তিনি। এরপরে ফিরে গিয়েছেন ক্লাব ফুটবলে। তবে ক্লাব ফুটবলে তাঁর সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। পিএসজি ঘরোয়া টুর্নামেন্ট হোক কিংবা ইউরোপীয় টুর্নামেন্ট, কোনও ক্ষেত্রেই খুব ভালো ফল করতে পারেনি তিনি। সম্প্রতি ক্লাব ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে নাকি তাঁর সম্পর্কের শীতলতা তৈরি হয়েছে। এমনটাই রটনা রয়েছে ফুটবল সার্কিটে। উল্লেখ্য এই মরশুমের শেষ পর্যন্ত পিএসজির সঙ্গে চক্তি রয়েছে মেসির। ইতিমধ্যেই মেসির কাছে একাধিক টাকার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সৌদি লিগে খেলা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর

প্রতিপক্ষ ক্লাব আর হিলালের

যাওয়ার পরে পিএসজির সঙ্গে মেসির চুক্তি আদৌ পুনর্নবীকরণ হবে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত তিনি ফিরতে পারেন বলে একটা নয় তাঁর ক্লাব পিএসজি।

ফরাসি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী মেসির ক্লাব পিএসজিও নাকি ভাবনা চিন্তা করছে তারা পুনর্নবীকরণের উদ্যোগ নেবে কিনা! যদিও গত মাসেই ক্লাবের ডিরেক্টর লুইস ক্যাম্পোস জানিয়েছিলেন মেসির সঙ্গে নাকি তাদের তরফে আলোচনা করা হচ্ছে চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়টি নিয়ে।

প্রখ্যাত ফরাসি সংবাদপত্র এল ইকুইপের মতে পিএসজির ছিটকে পিএসজিকে।

মেসির সঙ্গে নয়া চুক্তির বিষয়ে উঠে এসেছে ইন্টার

ক্লাবগুলোর নাম। এমনকি তাঁর পুরনো ক্লাব বার্সেলোনাতেও রয়েছে। উল্লেখ্য এই বার্সেলোনা পিএসজিতে গিয়েছিলেন মেসি।

বার্সেলোনা পিএসজিতে দুই বছরের চুক্তিতে গিয়েছিলেন মেসি। বার্সেলোনা ক্লাবের আর্থিক সমস্যার কারণেই দীর্ঘদিনের ক্লাব ছেড়ে মেসিকে পা রাখতে হয়েছিল পিএসজিতে। দুই বছরে পিএসজির সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়েছিল ১১০ মিলিয়ন পাউন্ডের অর্থাৎ ১৩০ মিলিয়ন ডলারের। এর ফলে সারা বিশ্বে সর্বাধিক পারিশ্রমিক পাওয়া ফুটবলার হন সমর্থকদের মধ্যে নাকি মেসির তিনি। তাঁর বেতনকে এইভাবে পারফরম্যান্স নিয়ে অসন্তোষ ভাঙা হয়েছিলঃ মল বেতন ৭০ বাড়ুছে। কারণ চলতি মরশুমে মিলিয়ন পাউন্ড (৮৩ মিলিয়ন ডলার), বোনাস ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড (৪৭ মিলিয়ন ডলার)। তৃতীয় বছরে চুক্তি স্বাক্ষর হলে যোগ হত ইমেজ রাইটস এবং

লয়্যালিটি বোনাস।

দিয়ে শুরু করছেন নেদারল্যান্ডস ম্যাচ ফ্রান্সের নতুন অধিনায়ক এমবাপে

প্যারিস, ২২ মার্চ ঃ ইউরো কাপের যোগতো পর্বে ফ্রান্সকে কিলিয়ান দেবেন এমবাপে। কাতার বিশ্বকাপের পরে আন্তর্জাতিক ফটবল থেকে অবসর গ্রহণ করেন গোলকিপার হুগো লরিস। তিনি না থাকায় ইউরো কাপের যোগ্যতাপর্বের

ফরাসি সংবাদমাধ্যমে খবর অনুযায়ী, দিদিয়ের ডেশঁর সঙ্গে কথা বলার পরেই এমবাপে সিদ্ধান্ত নেন তিনিই ফরাসি দলকে নেতৃত্ব দেবেন। শুক্রবার স্টাড দ্য ফ্রান্সে ইউরো কাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচে নেদারল্যাশুসের সামনে ফ্রান্স। সেই ম্যাচ থেকেই দলকে নেতৃত্ব দেবেন ফরাসি তারকা।

ম্যাচে এমবাপের হাতেই থাকবে

ক্যাপ্টেনের আর্মব্যান্ড।

হুগো লরিস অবসর গ্রহণের পরে জাতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার দৌডে এগিয়ে ছিলেন এমবাপে। ফ্রান্সের হয়ে ৬৬টি

ম্যাচ খেলেছেন ফরাসি এই তারকা। ২০১৮ সালে বিশ্বজয় করে ফ্রান্স। ফরাসি শিবিরের সেই জয়ের পিছনে বড় অবদান এমবাপের। বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রথমার্ধে ২–০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ফ্রান্স। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সকে ফাইনালে হ্যাটট্রিক ফরাসি তারকা। তবুও অবশ্য এবার হার এড়াতে পারেননি। সব দেশের কোচই ইউরোয়



এখন ফোকাস করছেন। ফ্রান্সও তরুণ অধিনায়কের উপরে দায়িত্ব দিচ্ছে। এর ম্যাচে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এমবাপে।

উল্লেখ্য, লরিস দীর্ঘ সময় ধরে ফ্রান্সের অধিনায়কত্ব করেন। ২০০৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সকে নেতৃত্ব দেন তিনি। লরিস সরে যাওয়ার পরই এমবাপেকে বেছে নেওয়া হয়

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্বপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৬৫-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৬৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66